contents

বেরেলভী মতাদর্শের স্বরূপ সন্ধানে

মূল লিখক

মাওলানা নযর মুহাম্মদ কাছেমী

বেরেলভী মতাদর্শের স্বরূপ-সন্ধানে

মূল
সুদক্ষ ইসলামি তর্কবিদ,
মাওলানা নযর মুহাম্মাদ কাছেমী
পরিচালক, দারুল উলূম মুজাফ্‌ফর নগর, ভারত

পরিবেশনায়
আল কাউসার পাবলিকেশন্স
বাংলা বাজার, ঢাকা

contents

বেরেলভী মতাদর্শের স্বরূপ-সন্ধানে

মূল

সুদক্ষ ইসলামি তর্কবিদ,

মাওলানা নযর মুহাম্মাদ কাছেমী

পরিচালক, দারুল উলূম মুজাফ্‌ফর নগর, ভারত

অনুবাদ

মুহাম্মদ আদিল-হাবিব

প্রকাশকাল

২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশক

আবূ তামীম

সূচিবিন্যাস

প্রকাশকের কথা

প্রিয় অনুসন্ধানী পাঠক!

ইতঃপূর্বে আমরা মাওলানা নযর মুহাম্মাদ কাসেমীর 'বেরেলভী আকীদা ও বিশ্বাস' নামক একটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, যাতে আহমদ রেজা বেরেলভীর ৪০টি মারাত্মক কুফরী মতবাদ উপস্থাপন করে সেগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আজ সকলের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সুন্নীনামধারী এই ভণ্ড দলের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী ও কেন? তারা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে লিয়াজো করে যে কোনো ধরনের পাপকে পুণ্য বলে চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত। এরা এতই মারাত্মক যে, রাষ্ট্রক্ষমতার অধীকারীরা যদি কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন পাশ করে, তখন তারা চুপ থাকে, কারণ এরা তো সবসময় সুবিধাভোগী। এরা আজ যে সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠেছে, তার আলোকে বর্তমান সময়ের অবস্থাকে সামান্যতম চিন্তা করলেই সহজে এদের অতীতকে বোঝা যাবে। এরা আজ কওমী মাদরাসার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে ঠেকাতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এরা টাকার বিনিময়ে দ্বীন-ধর্ম, কুরআন-হাদীসকে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এবং রেজাখানী আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাস্তিক-মুরতাদদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমরা দৃঢ় আশাবাদী, ইনশাআল্লাহ এরা কোনোদিন সফল হবে না।

প্রিয় পাঠক! আমরা এতকিছু বলার কারণ হচ্ছে, তাদের গুরু আহমদ রেজা খান বেরেলভী যেভাবে বৃটিশ ও ইংরেজদের থেকে অর্থবিত্ত নিয়ে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তা আজ নতুন আঙ্গিকে জোরদার হচ্ছে। তাদের বর্তমানকে দেখলে অতীত বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

সুধী পাঠক! 'বেরেলভী মতাদর্শের স্বরপ সন্ধানে' বইটি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

সবাই ভালো থাকুন
সঠিক পথ চিনে রাখুন।

প্রকাশক

অনুবাদকের আরজ

বেরেলভীবাদের স্বরূপ : কিছু জরুরি কথা

ইসলামে বা মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচলিত 'ইখতিলাফ' বা মতানৈক্য সাধারণত দুই ধরনের :'ইজতিহাদী ইখতিলাফ'(اجتہادی اختلاف) বা ইজতেহাদগত মতানৈক্য, 'নযরিয়্যাতী ইখতিলাফ' (نظریاتی اختلاف) বা দৃষ্টিভঙ্গিগত মতানৈক্য। উভয় প্রকার মতানৈক্য সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে তিনি উম্মতকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনাও দান করে গেছেন।

ইজতেহাদগত মতানৈক্য বলতে ঐসব ইখতিলাফ, যা ইজতেহাদসম্ভব মাসা'আলাসমূহে সাহাবা, তাবেঈন ও তবয়ে তাবেঈনের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী নামে চারটি মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলো সত্যের প্রতীক হিসেবে পৃথিবীজুড়ে সমর্থন ও সমাদর পেয়েছে। এই ধরনের মতানৈক্য স্বয়ং রাসূলের যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। হাদীসগ্রন্থে এর একাধিক উদাহরণ পাওয়া যায়। এই মতানৈক্য বৈধ, শুদ্ধ ও স্বাভাবিক। এই মতানৈক্যকেই কোনো বাণীতে 'রহমত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার মতানৈক্য হলো দৃষ্টিভঙ্গিগত মতানৈক্য। এ সম্পর্কেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন এবং এই ধরনের মতানৈক্যে সত্য-অসত্যকে যাচাই করার মাপকাঠিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .

অর্থ : *নিশ্চয় বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এক দল ব্যতীত সবাই জাহান্নামী। জিজ্ঞাসা করা হলো, মুক্তিলাভকারী দলের অন্তর্ভুক্ত কারা? উত্তর দিলেন, যারা আমার ও আমার সাহাবার পথে ও মতে অবিচল রয়েছে।* [১]

এই হাদীস এবং এ-জাতীয় আরো অসংখ্য হাদীসের আলোকে নির্ণয় করা যাবে, বেরেলভীদের মতানৈক্য কোন প্রকারের ও পর্যায়ের। আর এই মতানৈক্য ইসলামের পক্ষে, না বিপক্ষে। ক্ষুদ্রকায় পুস্তকের ভূমিকায় বেরেলভীবাদের ইতিহাস, উন্মেষ, বিকাশ, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। আমাদের অনুবাদিত

---

১. তিরমীযী শরীফ, বাবু ইফতিরাকিল উম্মাহ

এই বইয়ের তত্ত্ব-উপাত্তগুলো পড়লে একজন পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারবে, এই দল কত পথভ্রষ্ট! এবং তাদের মতবাদ কত বিষাক্ত!!

ইহুদি-খ্রিস্টান আদিকাল থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের চিরচেনা-চরম শত্রু। তাদের রক্তের কণায়-কণায় ইসলামবিদ্বেষ সবেগে প্রবাহিত। ইসলাম নাম শুনলেই তাদের আশরীর-আত্মা হিংসায় জ্বলে ওঠে। ইসলামকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার জন্য এমন কোনো কষ্ট-কৌশল নেই, যা তারা পরীক্ষা করে দেখে নি। যুগ, পরিবেশ ও পরিস্থিতির তালে-তালে বিভিন্ন খোলস ও মুখোশ পাল্টিয়ে তারা ইসলাম-ধ্বংসের পাঁয়তারা করেছে। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আড়ালে, কখনো প্রকাশ্য শত্রুর সাজে, আবার কখনো বন্ধুর বেশে তারা মুসলমানদের হাত-পা ভেঙে অচল করে দিতে চেষ্টা করেছে।

যুগে-যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে ফেতনা ও ষড়যন্ত্র বিচিত্র আকৃতি ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছে এবং তা ইসলামকে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে। বিশেষ করে যেসব ফেতনা ইসলামি পোষাকে, ইসলামি কার্যকলাপের আদলে আবিস্কৃত হয়েছে, সেগুলোর সূক্ষ্মতা ও সূচিক্ষণতার কারণে ইসলামকে সবচে' বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে। আর এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র-চালের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে আজন্ম ইসলামবিদ্বেষী ইহুদী-খিস্টানের প্ররোচনা, প্রচারণা ও প্রাণপণ সাধনা।

ফেতনা সৃষ্টিকারী ও ইসলামের নাম নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধচারণকারী দলের একটি হলো বেরেলভীবাদ। বেরেলভী জামাত একটি মারাত্মক স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক পথভ্রষ্ট দল, যা শাশ্বত ও সূর্যোজ্জ্বল ইসলামের শেকড়কে উপড়ে ফেলার হীনচেষ্টায় নিয়ত লেগে আছে। তাদের অন্তরে লালিত মতবাদগুলি খুবই বিষাক্ত। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদ নিয়ে তারা কার্যক্রম চালায়। অতীতে ইংরেজ সরকারকে খোশ করার জন্য নিজেদের বাদ দিয়ে পুরো মুসলিম জগতকে কাফের বলে ফতোয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি।

যা হোক, হেদায়াত ও তাওফীক একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল মুসলমানকে সরল-সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন।

অনুবাদক
১০-০৬-২০১১

অভিমত

শীর্ষ আলেম, হযরত মাওলানা জামীল আহমদ সাহেব –দামাত বারাকাতুহুম
মুহাদ্দিস দারুল উলূম ওয়াকফ, দেওবন্দ।

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারিম আম্মা বা'দ! ধরণের ধরনের

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর আদি থেকেই চলে আসছে। কোথাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও আহলে ই'তিযালদের সঙ্ঘর্ষ আর কোথাও দেওবন্দি ও বেরেলভীদের সঙ্ঘাত। কোথাও ইসলাম ও কুফরের বিরোধ আর কোথাও শিয়া-সুন্নীর বিভেদ। এ ধরণের মতানৈক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদ প্রতিটি যুগে ছিলো, আহলে হক গোষ্ঠী প্রত্যেক যুগে বাতিল ফেরকার মোকাবিলা করেছে এবং দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আসছে।

স্নেহাস্পদ মাওলানা নযরে মুহাম্মদ সাহেব –প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জামিয়া দ্বীনিয়া মাদানি কলোনী, মুজাফ্ফরনগর ও সাবেক মুদাররিস জামিয়া মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুর– যেমন সফল শিক্ষক তেমনি অনলবর্ষী বক্তা এবং বাতিলের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানে সক্ষম একজন তার্কিকও।

প্রিয় লেখক রেজাখানিয়াতের রদ ও খণ্ডন করে "বেরেলভীয়্যাত কী আসলিয়্যাত" ('বেরেলভী মতবাদের স্বরূপ') শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছে যা সহজ সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী এবং সপ্রমাণ আলোচনা। অধমের নিকট এই পুস্তিকাটি বিশেষ ও সাধারণ উভয় শ্রেণীর উপকারে ও কাজে আসবে বলে দৃঢ় আশা।

আল্লাহ তা'আলা এই পুস্তিকার ব্যাপক কবুলিয়াত দান করুক আর প্রিয় লেখককে মহান প্রতিদানে ভূষিত করুক।

ওয়াস্সালাম–
জামীল আহমদ গুফিরালাহু
শিক্ষক দারুল উলূম ওয়াকফ
দেওবন্দ, ভারত
১৪ শাবান, ১৪১৬ হিজরী

আহমদ রেজা বেরেলভীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ১৪ জুন ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী নগরীতে মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' রাখা হয়েছে। তাঁর জননী তাঁর নাম রেখেছেন 'আম্মন মিয়াঁ', পিতা 'আহমদ মিয়াঁ' আর পিতামহ 'আহমদ রেজা' রেখেছেন । *(আ'লা হযরত পৃ:২৫; লেখক- নসীম বসতবী ।)*

কিন্তু মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী ওই সব নামের কোনোটির উপরই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই তিনি নিজের নাম 'আবদুল মুস্তাফা' রাখলেন। *(মান হুয়া আহমদ রেজা পৃ:১৫; লেখক- সুজাআত আলী কাদেরী ।)*

লেখাপত্রে তিনি ওই নামই অধিক ব্যবহার করে থাকেন।

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন। তা নিয়ে লোকেরা তাঁর খুব সমালোচনা করতো। তাঁর ভাতিজাও এ কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তিনি লিখেন– শৈশবে তাঁর গায়ের রঙ গাঁঢ় গমের রঙ ছিলো, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর সুবর্ণ দেহের ঔজ্জ্বল্য বিকৃত হয়ে গেছে। *(আ'লা হযরত পৃ:২০; লেখক- নসীম বসতবী ।)*

নোট: কথাটি আমার বুঝে আসে না যে, 'গাঁঢ় গম'র রঙটি কোন জাতের! এসব মনগড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজনটা কী? সোজাসুজি 'তিনি কালো ছিলেন' এ কথা স্বীকার করে নিলে অসুবিধে কিসের? কালোবর্ণের হওয়াটা কোনো দোষ বা অসুবিধাজনক কিছুই না। বেরেলভী ভাইয়েরা তা অসুবিধার বিষয় বলে কেন মনে করেন?

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী কৃশকায় ছিলেন। প্লীহার ব্যথাসহ অন্যান্য দুর্বলতাজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। *(আ'লা হযরত পৃ:২০, ৩৫ লেখক- যফরুদ্দীন বিহারী ।)*

তাঁর কোমর ব্যাথাগ্রস্ত ছিলো। তদ্রূপ মাথাব্যথা ও জ্বরে ভোগতেন প্রায়সময়। *(মালফূজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী পৃ:৬৪ ।)*

তাঁর ডান চোখে সমস্যা ছিলো, অর্থাৎ কানা ছিলেন। তাতে ব্যথা ছিলো আর পানি ঝরতে ঝরতে তা দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করতে ছিলেন কিন্তু তা সুস্থ হয়ে ওঠেনি। *(মালফুজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী পৃ:২০,২১)*

এক সময় তাঁর সামনে খাবার রাখা হলো, তখন শুধু তরকারী আহার করলেন, চাপাতিতে হাতও দেন নি। তাঁর স্ত্রী বললেন, কি হলো? খালি তরকারীর ঝোল খেয়ে নিচ্ছেন যে রুটি নিচ্ছেন না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি দেখতে পাই নি।' অথচ তা তরকারীর সঙ্গেই রাখা ছিলো। *(আনওয়ারে রেজা পৃ:৩৬; মাজমু'আ মাক্বালাতে আহমদ রেজা বেরেলভী)*

আহমদ রেজা বেরেলভীর স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিলো। ভুলে যাওয়ার প্রবণতা তার খুব বেশী ছিলো। একসময় তাঁর চশমাটি তিনি চোখের উপরে মাথায় রাখলেন, কথাবার্তা বলতে বলতে ভুলে গেলেন চশমাটি কোথায়? চশমা তাঁর মাথায় ছিলো তা তিনি ভুলেই গেলেন। বেশকিছুক্ষণ দুর্ভোগ পোহানোর পর তাঁর হাতটি হঠাৎ মাথায় গেলো তখন চশমাটি নাকে গিয়ে ঠেকলো। তখনই তিনি টের পেলেন যে, চশমাটি এতক্ষণ কোথায় ছিলো! *(হায়াতে আ'লা হযরত পৃ:৬৪; লেখক যফরুদ্দীন বিহারী)*

একসময় তিনি মহামারীতেও আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। আর তখন রক্ত বমি করলেন। *(হায়াতে আ'লা হযরত পৃ: ২২; লেখক যফরুদ্দীন বিহারী)*

তাঁর মেজায ছিলো খুব কর্কশ ও রূক্ষ। *(আনওয়ারে রেজা পৃ:৩৫৮; মাজমুআ মাকালাতে আহমদ রেজা)*

আহমদ রেজা বেরেলভী অতি দ্রুত রেগে যেতেন। তাঁর মুখের ভাষা ছিলো রূঢ়, অশ্রাব্য। অপবাদ ও অভিশাপ দিতেন বেশী। অশ্লীল বাক্য ব্যবহারে পটু ছিলেন। এ-বিষয়ে কখনো কখনো সীমাতিরিক্ত করতেন; এবং এমন বাক্য উচ্চারণ করতেন যে, তদ্রূপ বাক্য কোনো আলেম বা জ্ঞানী লোক তো দূরের কথা সাধারণ লোকের মুখেও শোভা পায় না। তাঁর অশ্লীল বাক্যালাপের কিছু নমুনা দেখুন–

বরেণ্য বুযুর্গ হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. সম্পর্কে লিখেন:

اس کی دو شقّی میں اس تیسرے کا دخول

তার উভয় 'ফাটলে' এই তৃতীয়ের প্রবেশ। *(ওয়াকআতুস্‌সিনান পৃ:২৫; লেখক-আহমদ রেজা বেরেলভী)*

এই অশ্লীল ও অশ্রাব্য বাক্যেও যখন তাঁর স্বাদ মিটলো না তখন তিনি লিখেন:

مسات یہ تیسرا بھی ہضم کر گئی

রমণীরা এই তৃতীয়টিকেও হজম করে নিলো। *(ওয়াকআতুসসিনান পৃ:৪৫; লেখক-আহমদ রেজা বেরেলভী)*

رسلیا والا بھی کیا باور کریگا کہ کسی کرے سے پالا پڑا تھا

রসলিাওয়ালারাও কী করবে, সে তো কোনো খচ্চরের পালিত সন্তান।
(ওয়াকআতুসসিনান পৃ:৪৯; লেখক-আহমদ রেজা বেরেলভী)

নোট: স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে کرّے অর্থ গাধা-শাবক।

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর জনৈক ভক্তও এ কথা বলতে বাধ্য হলেন যে, তিনি বিপক্ষের ব্যাপারে অত্যন্ত বদ মেজাজী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি শরয়ী

সাবধানতারও তোয়াক্কা করতেন না। *(মুকাদ্দামায়ে মাকালাতে আহমদ রেজা পৃ:৩; লেখক- কওকব সাহেব)*

আহমদ রেজা বেরেলভীর রূঢ়তা, কড়া স্বভাব ও অকথ্য ভাষার কারণে মানুষ তাকে উপেক্ষা করেছে, তার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। তাঁর অনেক নিকটতম বন্ধু-বান্ধবরাও এই ঘৃণ্য স্বভাবের দরুণ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এমনকি মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব যিনি মাদ্‌রাসা এশাআতুল উলূমের প্রধান, যাকে আহমদ রেজা উস্তাদের সম্মান দিতেন তিনিও পৃথক হয়ে গেছেন। *(হায়াতে আ'লা হযরত পৃ:২১১; যফরুদ্দীন বিহারী।)*

এটুকুই নয় শুধু বরং মাদ্‌রাসা মিসবাহুত তাহযীব যার প্রতিষ্ঠাতা আহমদ রেজা বেরেলভীর পিতা তাও তাঁর রুষ্টমুখো, বদমেজাজ, অশ্রাব্য ভাষা ও মুসলমানদের কাফের আখ্যা দেয়ার কারণে তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। পরিচালকরাও তাঁর থেকে পৃথক হয়ে দেওবন্দীদের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে বেরেলভীদের কেন্দ্রে আহমদ রেজা বেরেলভীর পক্ষে কোনো মাদরাসা-ই বাকি নেই। তা সত্ত্বেও বেরেলভীদের আ'লা হযরত তাঁর সব চাল ও ছল-ছাতুরির সঙ্গে সেখানে কর্মব্যস্ত আছেন! *(হায়াতে আ'লা হযরত পৃ:২১১; যফরুদ্দীন বিহারী)*

জিহাদের বিরোধিতা

আহমদ রেজা বেরেলভীর যুগ ইংরেজ শাসনের যুগ ছিলো। মুসলমানরা তখন সমূহ বিপদাপদ ও দুর্যোগ-দূর্বিপাকে জর্জরিত। মুসলমানদের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। ইংরেজ বেনিয়ারা মুসলমানদের উৎখাত করতে বহু চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আলেম-ওলামাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের উপর চলেছে নির্যাতন নিপীড়ন ও অন্যায় অবিচারের স্টীম রোলার। তাদের সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কালাপানিসহ বিভিন্ন সাজাগৃহে তাঁদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের শান-শওকত ও প্রভাব প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। উপমহাদেশের মাটি থেকে মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো ইংরেজ হায়েনারা। সেই বিপদসঙ্কুল ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে কোনো দল যদি ইংরেজদের বিরোধিতা করেছে তা হলো শুধুমাত্র দেওবন্দী আলেমরাই। তাঁরাই জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করেছেন। অর্থ-সম্পদ খুঁয়েছেন; কালাপানির অসহ্য সাজা ভোগ করেছেন; ফাঁসির কাষ্ঠে জীবন দিয়েছেন, প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, রক্তের নযরানা পেশ করেছেন তবু তাঁরা ইংরেজদের সামনে মাথানত করেন নি। আমাদের সেই আকাবির উত্তরসূরীরা চেয়েছিলেন, উপমহাদেশে কেবল ইসলামের পতাকা উড়বে মুসলমানদের রাজত্ব চলবে, শিরিক-বিদআত ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটবে। মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হবে। এমন নাযুকমুহূর্তে বড্ড

প্রয়োজন ছিলো মুসলমানদের ঐক্য, একতা ও এক প্লাটফরমে এসে কাজ করার। ঐক্যের পতাকা তলে সমবেত হয়ে ইংরেজ বেনিয়াদের শোষণের রাজত্ব সমূলে উৎখাত করার। কিন্তু মুসলমানদের পরস্পর সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিলো সেই শোষকগোষ্ঠীর সাক্ষাত চোখের কাঁটা। মুসলমানদের ঐক্যের সৌধে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিলো এমন লোকের যে তাদের এজেন্ট হয়ে মুসলমানদের মাঝে অনৈক্যের স্ফুলিঙ্গ ছোঁড়ে দেয়, একজনকে আরেকজনের উপর লেলিয়ে দেয়, মুসলিম মিল্লাতের শক্তি প্রতিপত্তিকে নিস্তেজ করে ফেলে। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজরা বিভিন্ন লোক নির্বাচিত করেছে। তাদের মধ্যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দালালচক্রের সর্বশীর্ষে আর দ্বিতীয়তে আছেন আহমদ রেজা বেরেলভী।

উপরোক্ত কথার সত্যতার জন্য পাঠকগণ নিম্নের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে পারেন–

آئینۂ صداقت، مقدمۂ الشہاب الثاقب، مقدمۂ رسائل چاندپوری، بریلوی فتوی، تکفیری افسانے। ইত্যাদি

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যেসব কর্মকাণ্ড করেছেন তা কারো অজানা নয়। তবে মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীরটা একটু ব্যখ্যাসাপেক্ষ। আহমদ রেজা বেরেলভী ইংরেজবিরোধী আলেম-ওলামাদেরকে গালি-গালাজ ও অপবাদমূলক কটুক্তি করেছেন। বিশেষভাবে ওই সব আলিমদের বিরুদ্ধে তিনি ওঠেপড়ে লেগেছিলেন যাঁরা রণাঙ্গনে ছিলেন এবং ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ কর্মব্যস্ত ছিলেন। ইংরেজদের পক্ষ থেকে সেসব ওলামাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গরাজ্যে একলক্ষ আলিমদেরকে ফাঁসিতে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। ইংরেজ লেখক হান্টার সত্যস্বীকার করে তাঁর 'ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স'-এ লিখেছেন– আমাদের সাম্রাজ্যের ব্যাপারে মুসলমানদের কোনো দলের সঙ্গে সংঘর্ষ নেই। সংঘর্ষ থাকলে তা শুধুমাত্র দেওবন্দী আলিমদের সঙ্গে আছে। কেননা, তারাই কেবল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রামে লিপ্ত। *(দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স পৃ:৩২)*

ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা তাদের নিমকপুষ্ট আহমদ রেজা বেরেলভীকে তাদের বিখ্যাত পলিসি 'লড়ো আর রাজত্ব করো'তে ব্যবহার করেছে। যাতে তিনি মুসলমানদের মাঝে অনৈক্যের বীজ বপন করে তাদের একতাকে আজীবনের জন্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়া যায়। ঠিক ওই মুহূর্তে যখন আলিম-ওলামা ও সাধারণ জনতা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং আমরণ সংগ্রাম করে যাচ্ছে তখন আহমদ রেজা বেরেলভী সেই সব ওলামাসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দের নামে কাফির বলে ফতওয়া জারি করে দিলেন যাঁরা আযাদী আন্দোলনে কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সে সব অপার সম্মানের অধিকারী দলসমূহ যাঁরা উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের বীরপ্রতীক ছিলেন তাদের মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের আসাতেযা, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, মজলিসে আহরার, খেলাফত

আন্দোলন, গায়রে মুকাল্লিদ জামাত, মুসলিম লীগ, গান্ধীর কংগ্রেস, নীলপোশ মুসলমান আর হিন্দুদের মধ্যে স্পেশাল আর্মি অব আযাদ হিন্দ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী এসব আযাদী আন্দোলনের কর্মকাণ্ড থেকে শুধু দূরে থাকেন নি বরং উপরোক্ত জামাতসমূহ ও তাদের নেতৃবৃন্দকে কাফের বলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে দূর্নাম ও অপবাদ ছড়িয়েছেন এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকে হারাম বলে অভিহিত করেছেন।

খেলাফত আন্দোলনের সময় মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী মৃত্যুবরণ করেন। তবে তাঁর পরে তাঁর প্রতিনিধিরা ওই মিশনকে আব্যাহত রাখলো। দেওবন্দী ওলামাদের ছাড়াও মুসলিমলীগের নেতৃবৃন্দেরও তাঁরা কঠোর বিরোধিতা করলো এবং কাফির মুরতাদ বলে ফাতওয়া প্রদান করলো। এতে করে তারা পরোক্ষভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাতকে মজবুত করলো। আহমদ রেজা বেরেলভীর পৃষ্ঠপোষকতায় বেরেলভী নেতারা মুসলমানদেরকে আযাদী আন্দোলন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আর জিহাদের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেছে। ভারতকে 'দারুল হারব' বলার উপরই যেহেতু আযাদীর জিহাদের ভিত্তি ছিলো তাই আকাবির ওলামায়ে কিরামগণ পুরো ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' সাব্যস্ত করেছেন। আহমদ রেজা বেরেলভী আযাদীর জিহাদকে ধ্বংস করার জন্য ফাতওয়ার নামে অপপ্রচার করলেন যে, ভারত 'দারুল ইসলাম'। এই বিষয়ে তিনি বিশ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট একটি পুস্তিকা লিখেছেন যার নাম اعلام الاعلام بان هندوستان دارالاسلام অর্থাৎ "আকাবিরগণকে ভারত দারুল ইসলাম বলে অভিহিতকরণ"।

পুস্তিকার শুরুতে যে বিষয়ের উপর খুব বেশী জোর দেয়া হয়েছে তা হলো– "ওলামায়ে দেওবন্দ কাফির মুরতাদ। কর (ট্যাক্স) নিয়েও তাদের ক্ষমা করা জায়েয নেই। তদ্রূপ তাদেরকে আশ্রয় দেয়া, তাদের সঙ্গে বিবাহ বসা, তাদের জবাইকৃত পশু আহার করা, তাদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা, তাদের সঙ্গে লেনদেন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বরং তাদের মেয়েদেরকে দাসী বানানো হোক আর তাদেরকে সম্পূর্ণ বয়কাট করা হোক।" পুস্তিকার শেষে লিখেছেন–

قاتلهم الله أنى يوفكون

(অর্থ: আল্লাহর অভিশাপ হোক তাদের উপর, তারা ভ্রান্তপথে কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছে!) *(ই'লামুল আ'লাম পৃ:১৯-২০; লেখক- আহমদ রেজা বেরেলভী)*

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর স্বরূপ উন্মোচন করার জন্য পুস্তিকাটি যথেষ্ট। পুস্তিকার শিরোনাম কি, আর কলমের জোর কোন বিষয়ে ব্যয়িত হয়েছে তা সুস্পষ্ট। এতে করে তাঁর অশুভ চক্রান্ত পর্দা চিরে বেরিয়ে আসে যে, কীভাবে তিনি আযাদীর সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করেছেন, উস্কানিমূলক লেখার মাধ্যমে উলঙ্গ মদদ

যুগিয়েছেন। আর কীভাবে যে তিনি মুসলমানদেরকে পরস্পর বিরোধে ফেলে দিয়ে ইসলামের শত্রুদের ডান হাত সেজেছেন।

সমগ্র বিশ্বের মুসলমানেরা যখন তুর্কি সালতানাত ধ্বংস করার কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলো, যখন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার রহ. ও অন্যান্য আকাবিরগণের নেতৃত্বে ইসলামী খেলাফত রক্ষার্থে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই চলছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে আহমদ রেজা বেরেলভী স্বীয় সকল শক্তি, কৌশল ও ষড়যন্ত্র ইংরেজদের কল্যাণসাধনে ব্যয় করেছেন।

তখন অবশ্যই খেলাফত আন্দোলন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ইংরেজদেরকে তাদের দুঃশাসনের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই আন্দোলন ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হচ্ছিলো। সকল মুসলমান এক পতাকা তলে সমবেত হয়েছিলো। আলেমসমাজ ও সাধারণ জনতা এই আন্দোলনকে সমর্থনপূর্বক সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছিলো। স্বয়ং একজন বেরেলভী লিখকও এই বাস্তবতথ্যের স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এভাবে–

"১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের ইতি ঘটলো। জার্মানি ও তার দোসর তুর্কি, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদির শোচনীয় পরাজয় হলো। তুর্কিদের সঙ্গে ভারত উপমহাদেশের আযাদীর ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন হলো। কিন্তু ইংরেজরা এই চুক্তি ভঙ্গ করলো, কৃত অঙ্গীকারের তোয়াক্কা করলো না। ফলে মুসলমানরা নির্মম বিক্ষুব্ধ হলো, আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেলো। তাঁরা অতিদ্রুত ইংরেজদের বিরুদ্ধে একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হলো। রাজনীতিকরা ব্রিটিশ বেনিয়াদের অঙ্গিকারভঙ্গের কোনো মতে শাস্তি দেওয়ার চিন্তায় ছিলো। অতএব, তারা মুসলমানদেরকে এ কথা বিশ্বাস করালো যে, ইসলামী খেলাফত রক্ষা করা ফরজ ও ওয়াজিব পর্যায়ের। (যেনতেন বিষয় নয়।) ব্যস, তখনই তুমুল আন্দোলনের তুফান শুরু হলো।" (দাওয়ামুল আয়শ পৃ:১৫; লেখক- মাসউদ আহমদ)

প্রকৃতপক্ষে খেলাফত আন্দোলন তাদের সকল উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি সফল তৎপর শক্তি হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছিলো। মুসলমানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একমত হয়ে গেলো। এমনকি এই আন্দোলনের মুখে ইংরেজশাসন পতনোম্মুখ হয়েছিলো। এই কথাটি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন ইমামুল হিন্দ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রহ.ও। কিন্তু বেরেলভী মতবাদের ইমাম আহমদ রেজা বেরেলভী ইংরেজখেদাও আন্দোলনের সফল কর্মতৎপরতা অবলোকন করে ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা ও সখ্যের ভাব জমালেন। আর খেলাফত আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য 'দাওয়ামুল আয়শ' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করলেন। পুস্তিকাটিতে তিনি এ কথা তুলে ধরলেন যে, শরঈ খেলাফতের জন্য কুরাইশ গোত্রীয় হওয়া অপরিহার্য। এরপর আরো লিখেন, ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য তুর্কিদের সহযোগিতা করা আদৌ জরুরী নয়, কেননা, তারা কোরাইশী নয়। এভাবে তিনি বিভিন্ন অপকৌশলে ইংরেজহটাও আন্দোলন স্তব্ধ করে

দেওয়ার জন্য সমূহ আয়োজন করেছেন আর সকল মুসলমানদের বিরোধিতা করেছেন, এভাবেই ইংরেজ উপনিবেশবাদের স্বপক্ষের একটি শক্তি হয়ে দাঁড়ালেন।

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিষোদগার করে লিখেন– "তুর্কিদের সহযোগিতা করা এটি একটি ধোঁকামাত্র। আসল উদ্দেশ্য হলো, খেলাফতের নাম দিয়ে সাধারণ জনগণকে বাগে আনা, যেন ভরপুর চাঁদা সংগ্রহ হয় আর গঙ্গা যমুনার পবিত্র ভূমি মুক্ত হয়।" (দাওয়ামুল আয়শ পৃ:৬৩; লেখক আহমদ রেজা বেরেলভী)

অসহযোগ আন্দোলনেরও কঠোর বিরোধিতা করেছেন মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী। কারণ তাঁর শঙ্কা ছিলো যে, এই আন্দোলন ইংরেজ পতনের কারণ হতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটিশদের সম্পূর্ণ বয়কাট করা, তাদের কাছে কর আদায় না করা, তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সরকারী সার্ভিসে চাকরি না করা। মোটকথা, ওই সরকারকে যেন সর্বতোভাবে অবাঞ্ছিত করা হয় যাতে তারা অপারগ হয়ে ভারত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত মুসলমানগণ ১৯২০ সালে একমত হয়ে সংগ্রাম শুরু করে দেয়। তখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ সৃষ্টি হলো এবং একটি প্রচণ্ড বিদ্রোহ প্রকাশ পেলো, যার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। গান্ধী ছাড়াও এই আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছেন আহমদ রেজা বেরেলভী। বই-পুস্তক লিখে বিরোধিতা করেছেন, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কুফরীর ফাতওয়াও দিয়েছেন। অতএব তিনি তাঁর ওই উদ্দেশ্যে লেখা পুস্তিকায় স্বীকার করেছেন যে, এই আন্দোলনের লক্ষ্য ইংরেজের হাত থেকে আযাদী লাভ করা। (আলহুজ্জাতুল মু'তামিনাহ ফী আয়াতিল মুমতাহিনাহ পৃ:১৫৫; আহমদ রেজা বেরেলভী)

এই পুস্তিকায় তিনি জিহাদের বিরোধিতা করে এও লিখেছেন যে, ভারতে জিহাদ ফরজ হয় নি। যারা ফরজ বলে দাবী করে তারা মুসলমানদের শত্রু, মুসলমানদেরকে তারা অনিষ্ট করতে চায়। (প্রাগুক্ত পৃ:২০৮)

নোট: মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর শ্রদ্ধেয় উস্তাদের সহোদর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও এই ফাতওয়া দিয়েছেন– "আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরজ নয়।"

অতঃপর আহমদ রেজা বেরেলভী ওই পুস্তিকায় আরো লিখেন যে, হযরত হোসায়ন রা. কে নিয়ে দলিল দেওয়া ভুল হবে। কেননা, তাঁর উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার শক্তি সঞ্চিত হবে না বর্তমান রাষ্ট্রপতির উপর যুদ্ধে নামা জরুরী নয়। যেহেতু ইংরেজদের মুকাবিলার শক্তি আমাদের নেই তাই কীভাবে আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ হতে পারে? মুসলমানদেরকে যুদ্ধ-জিহাদ ও সংগ্রাম আন্দোলন থেকে দূরে থাকার 'সুপরামর্শ' দিয়ে তিনি লিখেন–

"আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, يا ايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা নিজেদের যিম্মাদার। কোনো লোক পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই যদি তোমরা সঠিক পথের পথিক হও।" (আলহুজ্জাতুল মু'তামিনাহ ফী আয়াতিল মুমতাহিনাহ পৃ:২০৬; আহমদ রেজা বেরেলভী)

তাঁর বক্তব্যের মূলকথা হলো, প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের পরিশুদ্ধ করো, সম্মিলিতভাবে তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন নেই। স্বীয় পুস্তিকার উপসংহারে ওইসব নেতৃবৃন্দের উপর কুফরির ফাতওয়া জারি করেছেন যাঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং অসহযোগ আন্দোলনে তৎপর ছিলেন। (খাতিমাতুল কিতাব পৃ:২১১; লেখক-আহমদ রেজা রেজা বেরেলভী)

আহমদ রেজা বেরেলভী জিহাদকে নস্যাৎ করার ফতোয়া তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দাওয়ামুল আয়শ'-এ এভাবেও লিখেছেন– "ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জিহাদ করা জরুরি নয়।" (দাওয়ামুল আয়শ পৃ:৪৬)

অতএব, আহমদ রেজা বেরেলভীর ব্যাপারে এ কথা ছড়িয়ে পড়লো যে, তিনি ইংরেজের দালাল, ইংরেজবিরোধী সকল কর্মতৎপরতার বিপক্ষে। আহমদ রেজা বেরেলভীর এক আজ্ঞাবাহী লিখেছেন– "সাধারণ মুসলমান আহমদ রেজার ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করতো।" (দাওয়ামূল আয়শ-এর ভূমিকা পৃ:১৮০; আহমদ রেজা বেরেলভী)

আরেক বেরেলভী লিখেছেন, খিলাফতের বিষয়ে আহমদ রেজা খাঁ'র মতানৈক্য ছিলো। তাঁর মৃত্যুপূর্ব মুহূর্তে মানুষের মাঝে তাঁর বিপক্ষে আলাপ আলোচনা হয়েছে প্রচুর। তাঁর মুরিদ ও ভক্তরা খেলাফতের মতানৈক্যের কারণে তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিলো, তাঁকে ভালো চোখে দেখতো না। (কিতাবী দুনিয়া, হাসান নেজামীর প্রবন্ধ পৃ:২)

মোদ্দাকথা, ঠিক ওই মুহূর্তে যখন মুসলমানদেরকে একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রয়োজন ছিলো তখনই আহমদ রেজা বেরেলভী ইংরেজের পক্ষে গিয়ে তাদের উপকারে কাজ করেছেন এবং মীর জাফরির ভূমিকা পালন করেছেন।

অতএব, এসব তথ্য-উপাত্তের আলোকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আহমদ রেজা বেরেলভী ইংরেজের কেনা দালাল ছিলেন। তাঁর সকল কর্মকাণ্ড ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিলো। কেননা, তাঁর কর্মকাণ্ডে উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স্বাধীনতাকামী মুজাহিদীনদের বিরোধিতা করে ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধি করে তাদেরকে মদদ যুগিয়ে রীতিমতো গাদ্দার বনেছেন।

ফ্রান্সের নাস্তিক লেখক রবিন্‌স মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর ব্যাপারে লিখেছেন– "আহমদ রেজা বেরেলভী ইংরেজ সরকারের পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও ইংরেজের সহযোগিতা করেছেন। তদ্রূপ তিনি ১৯২১ সালে খেলাফত

আন্দোলনের সময়ও ইংরেজ সরকারের সহযোগী ছিলেন। এমনকি তিনি বেরেলীতে ওইসব আলেমদের কনফারেন্স আহ্বানও করেছিলেন যারা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন।" (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃ:৪৪৩; ফ্রান্সিস রবিন)

এই হলো বেরেলভী সম্প্রদায়ের ইমাম ও মুজাদ্দিদ এবং বেরেলভীয়াতের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মবিবরণ।

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর কর্মজীবনের কিছু কথা

মাতাপিতার কোল শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। সেখানেই সে প্রথম পাঠ গ্রহণ করে তালীম-তারবিয়াতের তথা শিক্ষা ও দীক্ষার। যে শিক্ষা সে ওই প্রথম বিদ্যালয়ে লাভ করে তার প্রভাব জীবনের শেষ মুহূর্ত অটুট পর্যন্ত থাকে। আহমদ রেজা বেরেলভীর মাতাপিতা তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতায় কোন্ পর্যায়ের ছিলেন তা জানার জন্যে এই উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট–

আ'লা হযরত ১৮৫২ খৃস্টাব্দে জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁ একজন বড়মাপের আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। যৌবনকালে অন্তত ২১ বছর বয়সে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে পিতাপুত্র উভয়ে একই সময়ে শাহ আলে রাসূল মারহারাভীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। সকল সিলসিলাতে ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন এবং হাদীসের সনদও লাভ করেন। (আলমিযান, ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:২১৭)

গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আহমদ রেজা বেরেলভীর পিতার এতো দীর্ঘ বয়স যাবত কোনো বুযুর্গের সিলসিলায় বায়আত গ্রহণ না করা অতঃপর হঠাৎ করেই পিতাপুত্র একত্রে মারহারা গিয়ে এক বৈঠকে বায়আত হওয়া, তখনই খেলাফতের 'তাজ' অর্জন হওয়া অতঃপর পড়াশুনা বিহীন হাদীসের সনদও লাভ করা নিতান্তই পিতাপুত্রের অলৌকিক কাণ্ড বা কারামত বৈ আর কী হতে পারে?!

পীরানে পীর আবদুল কাদের জীলানীর বায়আত ও খেলাফতলাভ একদিনে সম্ভব হয়নি। কিন্তু আ'লা হযরতের বিস্ময়কর মাকাম ও অভূতপূর্ব লীলা যে, একদিনেই দু'টি অর্জন করতে সক্ষম হলেন! আর শাহ্ আলে রাসূলের আস্তানা শরীফও এমন মহান উদার যে, একদিনেই বায়আত ও খেলাফত আরো নাকি হাদীসের সনদও দান করলেন! পিতাপুত্র উভয়ই নাকি ওই দিন কাজের কাজ করে ফেললেন!

এতো পিতাজীর অবস্থা! মাতাজীর তাকওয়াতেও একটু নজর বুলা যাক। মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর মাতা মরহুমাও আল্লাহর ইশ্‌ক-মুহব্বত ও সৎ প্রেরণায় বহু এগিয়ে ছিলেন! মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী যখন হজ্বের সফর করলেন আর মক্কা-মদীনার যিয়ারত করলেন তখন তাঁর জননী সাহেবার রূহানী জযবার একটি চমক পাওয়া যায় তাঁর এই অসিয়তে–

"ফরজ হজ্ব তো আল্লাহ তা'আলা করালেন। যিন্দেগীতে আর যেন দ্বিতীয় হজ্ব না করো।" (আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:৩৪৪)

পাঠক! আহমদ রেজা বেরেলভীর মাতাজীর এই অসিয়াতটি বারবার পড়ুন। বুঝতে চেষ্টা করুন যে, এটি হজ্ব নয়, বরং একটি বিপদে পরিণত হয়ে গেলো যে, তা ছেড়ে দিতে হবে! এই 'সুবোধ ও সুচিন্তা'র পুরস্কার প্রদান করা কর্তব্য। আর আগামীতে হজ্ব না করার ইচ্ছার ওপর আপনাদের মাথা দেয়ালে মেরে তেতলা করুন। এই হলো পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিত্বের বুযুর্গির সামান্য আলোকশিখা! যে কোনো মাতাপিতার হৃদয়ের তামান্না হয় যে, আমি, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি যেন বারবার হজ্ব ও বায়তুল্লাহর যিয়ারত করে ধন্য হতে পারি। কিন্তু এখানে উল্টোযাত্রা! হজ্ব না করার জন্য অসিয়ত করা!

আহমদ রেজা বেরেলভীর বাসস্থান কোথায় ছিলো?

আহমদ রেজা বেরেলভীর বাসস্থান বেরেলীর কোনস্থানে ছিলো? তার পরিবেশ কেমন ছিলো? এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের বর্ণনা থেকে পাওয়া যাবে যা আহমদ রেজা বেরেলভীর ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়ার প্রারম্ভে উল্লেখিত হয়েছে:

> চার বছর বয়সে এক সময় একটি বড় জামা পরে বাইরে তশরীফ আনলেন। তখন কিছু বেশ্যাচক্র দেখে জামার আঁচল দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন। দৃশ্যটি দেখে এক নারী বললো, ওহ মিয়াঁ সাহেবযাদা! আঁচল দিয়ে চক্ষু ঢেকেছো আর ওদিকে লজ্জাস্থান খোলে দিলে! তখন তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, 'চোখের যদি স্খলন ঘটে তখন অন্তরও নিয়ন্ত্রণ হারায়। আর অন্তর যদি লাগামহীন হয় তখন লজ্জাস্থানও অনিরাপদে থাকে।' তাঁর এই আধ্যাত্মিকপ্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর শুনে সে হতভম্ব হয়ে গেলো। *(ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া ২/৭; লায়েলপুর প্রকাশনা)*

সাধারণতঃ শিশু কিশোররা গ্রামের অলিগলিতে খোলামেলাভাবে ঘোরাঘুরি করে থাকে, খেলাধূলায় মেতে থাকে। অন্য গাঁওয়ে তেমন একাকী যায় না। নিঃসন্দেহে এই ঘটনাটি আহমদ রেজা বেরেলভীর বাবার গ্রামের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, বড় শহর এলাকাতে বেশ্যাবৃত্তিচারী নারীদের বসবাস হয়না। তাদের বাসাবাড়ি হয় অন্যস্থানে। শহর পরিচালনাকারীরা শহরের অসম্মানের কারণ মনে করে তাদেরকে পৃথক করে দিয়ে থাকেন।

উপরোক্ত বর্ণনায় কিছু বেশ্যাচারী নারীদের ওইস্থানে বেঢঙ্গাভাবে অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে আহমদ রেজা বেরেলভীরও তাদের সঙ্গে সাধারণ অবস্থায় সাক্ষাত হয়ে যায়। তাতে পরিস্কারভাবে ভেসে উঠে, তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিলো? কোন পরিবেশে ছিলো? সেখানে কি ধরণের লোকজনের বাস ছিলো? এই কারণেই আহমদ রেজা বেরেলভী সেই পতিতাদের অভ্যাসের ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। আর তাদেরকে ভালোভাবে

চিনতেন। কেননা, ওই বয়সের ছেলেদের নিজের বস্তির মেয়েদের ব্যাপারে চেনা জানা থাকে।

একসময় আহমদ রেজা বেরেলভীর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, বেশ্যাবৃত্তিচারী নারীদের কাছে গিয়ে মিলাদ পড়া আর তাদের হারাম অর্থে ক্রয়কৃত মিঠাই ইত্যাদিতে ফাতেহা পড়া কেমন? তদুত্তরে তিনি বললেন–

"ওই অর্থের ক্রীত মিঠাইয়ে ফাতেহা পড়া হারাম। কিন্তু যখন সে তার মাল পরিবর্তন করে মীলাদ মাহফিল করে তখন অসুবিধা নেই। আর এসব লোকেরা যখন কোনো ভালো কাজ করতে চায় তখন এভাবেই করে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। যদি সে বলে, আমি কর্জ নিয়ে এই মিলাদ মাহফিল করেছি, কর্জ পরিশোধ করেছি হারাম অর্থ থেকে তাহলে তার কথা গৃহীত হবে। এমন কি মিঠাই যদি হারাম অর্থে ক্রয় করে আর ক্রয়ের মুহূর্তে তাতে আক্দ নক্দ (পতিতাবৃত্তির লেনদেন) না হয় যদি এমন না হয় তা হলে গ্রহণযোগ্য ফাতওয়া মতে ওই মিঠাই হারাম হবে না।" (*আহকামে শরীয়াত ২/১৪৫*)

আহমদ রেজা বেরেলভীর বক্তব্য "এসব লোকেরা যখন কোনো ভালো কাজ করতে চায় তখন এভাবেই করে থাকে, এক্ষেত্রে কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই, তদন্তের দরকার নেই" থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হয়ত তিনি তাদের কাছে মিঠাইয়ের জন্য ব্যাপক যাতায়াত করেছেন। আর তাদের আচার-ব্যবহার ও স্বভাবের ব্যাপারে অবগতি লাভ করেছেন। পরিষ্কার কথা, তাঁর সাক্ষ্য থাকলে আর কারো সাক্ষ্যের কি আর প্রয়োজন হতে পারে?!

এক সময় আহমদ রেজা বেরেলভীর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, পতিতাকে বাড়ি ভাড়া দেয়া জায়েয আছে কি নেই? তিনি বলেন–

"তার (পতিতা) ওই গৃহে থাকাতে কোনো অসুবিধা নেই। থাকার জন্য বাড়ি ভাড়া দেয়া গোনাহর কিছু না। তবে পতিতাবৃত্তি এটি তার পেশা, তবে এই কারণে তাকে বাড়ি ভাড়ায় দেয়া হয়নি।" (মালফুজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী ৩/৩০)

১৩৩৯ হিজরীতে জুবিলীবাগ বেরেলীতে খেলাফত বিষয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার সাহেবের বক্তৃতা হয়েছিলো। আহমদ রেজা বেরেলভীর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, সভায় উপস্থিত মুসলমানদেরকে নামাযের উৎসাহ প্রদান করা কেমন? তার উত্তরে তিনি বললেন–

'নামাযের উৎসাহমূলক কথা যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় হওয়া চাই। এমনকি নাট্যানুষ্ঠানেও।' (ফাতাওয়া রেজভীয়া পৃ:২৫০)

যেহেতু আহমদ রেজা বেরেলভী খেলাফত আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন তাই তাঁর মতলব ছিলো, এই সুযোগে লোকদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করে খেলাফত বিষয়ক বক্তৃতায় যেন কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে। পাঠক আপনিই বিচার করুন যে, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহারের মাহফিল কি নাট্যানুষ্ঠানের মতো? আহমদ রেজা

বেরেলভী যে ঝট করে নাচে চলে গেলেন! এধরণের লাগামহীন কথা থেকে অনুমিত হয়, যে পরিবেশে তাঁর প্রতিপালন ও বেড়ে ওঠার শৈশবজীবন কেটেছে এসব তারই প্রভাব ও 'দান' ছিলো।

সেই পরিবেশেরই প্রভাব যে, আহমদ রেজা বেরেলভীর পিতা জীবনের দীর্ঘকাল যাবত কোনো 'ছাহিবে নিসবাত' ব্যক্তি থেকে বায়আত গ্রহণ করতে পারেন নি। আহমদ রেজা বেরেলভী তো তেরো বছর বয়সেই ফতওয়া দেওয়ার 'মহান খেদমত' করা শুরু করেছেন, কিন্তু মারহারা বায়আতের জন্য যাচ্ছেন একুশ বছর বয়সে, তাও আবার তাঁর বাবার কথায়! পরিবেশের যে প্রভাব তা বাস্তবেই প্রকট ও গভীর। এখানে তো বেশ্যাচারী নারীদেরই পরিবেশ যেখানে ভদ্র ও অভিজাতের বাস নেই।

আহমদ রেজা বেরেলভীর পিতামহ কীভাবে রঙ্গায়িত হলেন?

হোলীর উৎসবে হিন্দুরা একজন অপরজনের উপর রঙ ছোঁড়াছুড়ি করে উৎসব উদযাপন করে থাকে। সেখানে একটি হিন্দু বেশ্যানারীর রঙমাখা হাত গিয়ে পড়লো আহমদ রেজা বেরেলভীর পিতামহের গায়ে! তিনিও সেই হিন্দু উৎসবে রঙ্গায়িত হলেন! দাদা সাহেব কেন রঙিন হলেন? তার কারণ, তিনি অধিকাংশ ওই পল্লীটি অতিক্রম করতেন বা গ্রামটি তাঁর পার্শ্ববর্তীও হতে পারে। গ্রামটি যদি তাঁর পার্শ্ববর্তী না হতো তাহলে তা অতিক্রম করার প্রয়োজনটা কি ছিলো?

গ্রামটি অতিক্রমের কারণ যাই হোক, এতে সন্দেহ নেই যে, দাদাজান ওই গ্রামের অলিগলি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন এবং সে সব লোকদের কৃষ্টিকালচার সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। বেশ্যা নারীটিকে দর্শন করে দাদাজানের কতই না স্নেহ জন্মালো আর তার কুটিরেই গিয়ে পড়লেন; সেখানে কোরআন মজীদও তিলাওয়াত করলেন! দেখুন কাণ্ডটি।

আহমদ রেজা বেরেলভীর জীবনীতে লিখা হয়েছে–

"হোলী উৎসবের সময় যাচ্ছিলো। এক হিন্দুনী বেশ্যা ঘর থেকে রঙ ছুঁড়লো হযরতের উপর। একজন প্রবল আবেগদীপ্ত মুসলমান ঘরটিতে গিয়ে সকঠোর তিরস্কার করতে চইলো। তখন হযরত তাকে নিষেধ করলেন। বললেন, কেন তাকে কঠোরতা করছো? সে আমার উপর রঙ ঢেলেছে আল্লাহ তাকে রঙায়িত করবে। এ কথা বলতেই ওই পতিতা চটফট করতে করতে পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তখনই সে ইসলামগ্রহণে ধন্য হয়ে গেলো। সেখানেই হযরত ওই নওজওয়ানের সঙ্গে তার বিবাহ পরিয়ে দিলেন।" (*হায়াতে আ'লা হযরত পৃ:৪*)

সেখানে যখন কেউ ছিলো না তো সাক্ষীবিহীন বিবাহ কীভাবে হলো? বেশ্যালয়ে কোরআন মজিদের তিলাওয়াত ও খুত্‌বা পাঠ কীভাবে করা গেলো? বেরেলভী ভাইয়েরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?

রামপুর নওয়াবের বিশেষ পালঙ্কে আহমদ রেজা বেরেলভী।

রামপুর রাজ্যের নওয়াব কালব আলী খাঁ শিয়া সম্প্রদায়ের নিকট একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি তার আগ্রহ উদ্দীপনা ছিলো অনেক। বালকদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করারও প্রবল ঝোঁক ছিলো তাঁর। মাসিক আল মিযানে লিখা হয়েছে–

"তাঁর এমন একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে মিলনের আগ্রহ হলো যে চৌদ্দ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। হযরত (আহমদ রেজা বেরেলভী) যখন নওয়াব সাহেবের কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি তাকে স্বীয় বিশেষ খাটে বসালেন, এবং খুব প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলতে ছিলেন।" (*আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:৩৩২*)

চিন্তার বিষয় যে, বালকপ্রেমী নওয়াব সাহেব তাঁকে তাঁর বিশেষ পালঙ্কে কেন নিয়ে গেলেন! মির্জা গালিবের উক্তিটি এখানে যথেষ্ট বলে মনে হয়–

میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی   سن کر ستم ظریف مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں

"আমি বললাম, কারো কাছ থেকে প্রেমের ছলনা চাই একটু।
শুনে প্রেমাস্পদ আমাকে উঠিয়ে দিলেন এভাবে।"

মানা মিয়াঁ পিলীবীতি লিখেন–

"বাল্যকালে তাঁর শিক্ষক মির্জা গোলাম কাদেরও (মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভ্রাতা) আহমদ রেজা বেরেলভীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন, তাঁর উপর কোরবান হয়ে যেতেন। আ'লা হযরতের এই শিক্ষক আ'লা হযরতের উপর প্রাণ বিলীন করে দিতেন।" (সাওয়ানিহে আ'লা হযরত পৃ:৩০)

উত্তরের স্বাদ

ফতওয়া রেজভীয়ার উপরোক্ত বর্ণনা (খ:২ পৃ:৭) মতে তিনি সেই বেশ্যাচারী নারীদের যে চমকপূর্ণ উত্তর দিলেন তাতে তাঁর জীবনীকার মানামিয়াঁ পিলীবীতি শিরোনাম দিয়েছেন এই– 'জাওয়াব কী লায্‌যাত' উত্তর প্রদানে রস ও তৃপ্তি অনুভূতি। (সাওয়ানিহে আ'লা হযরত পৃ:১১)

সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয় যে, বেরেলভীদের 'হাম্মাম খানা'য় তো সকলেই বস্ত্রহীন, উলঙ্গ। কেননা, উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেলো যে, আহমদ রেজা বেরেলভী যখন

বেশ্যা নারীদেরকে উত্তর দিচ্ছিলেন তখন সেই 'বিশেষ' স্বাদ অনুভব করছিলেন। এভাবে খোলামেলা স্বীকার করার কী প্রয়োজন ছিলো? জীবনীলেখকের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিলো। আমরা এতে বিমূঢ় হয়ে যায় যে, আহমদ রেজা বেরেলভীর আজ্ঞাবহরাও কীভাবে যে তাঁর ধূর্তমিকে সগর্বে প্রকাশ করে! মনে হয় পতিতাবৃত্তিচারী নারীদের সঙ্গে কথাবলা আর তাতে স্বাদ অনুভব করা আহমদ রেজা বেরেলভীর একটি মহৎ কারামত!!

জারজসন্তানের পেছনে নামাজ পড়াকে কোনো আলিম উত্তম বলেন নি। কিন্তু এখানেও খানসাহেব বেরেলভী সেই বেশ্যাবৃত্তিচারীদের পক্ষপাত করা থেকে বিরত থাকতে পারেন নি। দেখুন তিনি বলেছেন–

"এটি আরো উত্তম, কেননা, জারজসন্তান হওয়ার পেছনে তার কোনো দোষ ছিলো না।" (আহকামে শরীয়াত ২/ ২৯৬)

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, আহমদ রেজা বেরেলভীর এই সব ফাতওয়ার স্বাদ ও মিষ্টতা ওইসব লোকেরা কি যে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন তা বলাই বাহুল্য! তিনি লজ্জাস্থানের মেজাজ পরিবর্তনের রহস্যপূর্ণ কথা বলেছেন তখন পতিতা খাতুনরা কতই না মন মাতানো স্বাদে মেতে উঠেছে!

আহমদ রেজা বেরেলভীর জীবনচরিতে সূফীদের কোনো রঙ ছিলো না

আমরা আল-মীযান আহমদ রেজা সংখ্যার এই বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করি: "জীবনীলেখকগণ আ'লা হযরতের আধ্যাত্মিক জীবন, ইশকে রাসূল, মর্মবেদনা, আত্মার অবস্থা ও ব্যথা-যন্ত্রণা, আত্মিক প্রশান্তি, বাহ্যিক সাবধানতা ইত্যাদির কোথাও উল্লেখ করেন নি।" (মাসিক আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:২১৭)

প্রবন্ধকারের এতে অসন্তুষ্ট না হওয়া উচিত। কেননা, এ ব্যাপারে যদি কিছু থাকতো তা হলে জীবনীকারগণ অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। আহমদ রেজা বেরেলভী যেস্থানের বাসিন্দা সে স্থানের আবশ্যক প্রভাব যে, তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ধূর্তমিপূর্ণ ছিলো। আর ইশ্‌কে রাসূল, আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনা, আত্মিক প্রশান্তি........ ইত্যাদির সন্ধান সেই পরিবেশে করা মানে অনর্থক চেষ্টা, অহেতুক শ্রম ব্যয়। নিঃসন্দেহে তিনি মারহারা শরীফের আস্তানায় বায়আত গ্রহণের জন্য তশরীফ নিয়েছিলেন। তাহলে পাঠকবৃন্দের এ ব্যাপারেও জ্ঞাত থাকা উচিত যে, মুরশিদ স্বীয় এই মুরীদকে কীভাবে দিকনির্দেশনা দিতেন আর এই 'নির্ভেজাল' মুরীদ কীভাবে তা পালন করতেন! দেখুন তা হলে।

আহমদ রেজা বেরেলভীর পীরের অনুরোধ

শায়খে কামিল স্বীয় মুরিদে কামিলকে কীরূপ নির্দেশনা দিতেন? এ জন্য আলমিযান আহমদ রেজা সংখ্যা দেখা যাক–

"সাজ্জাদানশীন সাহেব একদা আ'লা হযরতের কাছে পাহারাদারির জন্য দুটি কুকুরের ফরমায়েশ করলেন। তো আ'লা হযরত আ'লা বংশের দু'টি কুকুর খানকাহে আলিয়ার দেখভালের জন্য নিজেই দিলেন।" (আলমিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:২১৯)

পাঠকগণের মনোযোগিতা কাম্য, এই বর্ণনা দ্বারা এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, আহমদ রেজা বেরেলভীর কুকুর পালনের খুব একটা শখ ছিলো, অথবা কুকুর লালনকারীদের সঙ্গে তার অতিশয় সখ্য ছিলো। তাই তো মুরশিদজী তাঁর কাছে কুকুরেরই ফরমায়েশ করলেন। এ থেকে আরো জানা যায় যে, হযরতজী মুরশিদের অর্থিক অবস্থাও নেহাৎ ভালেঅ ছিলো। এ কারণেই সেই বড় ধনভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মুরশিদ-মুরিদ উভয়েই কুকুরের চিন্তায় বিহ্বল ছিলেন! তাওয়াজ্জুহ যখন কুকুরের ন্যায় না-পাক পশুর দিকে তো তরীকতের স্তরগুলো কীভাবে অতিক্রান্ত হবে! বেরেলভী আলেমগণ এ কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে, আহমদ রেজা বেরেলভীর জীবনীতে এখনও পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তাতে সূফীসাধকদের ধ্যান-ধারণার কোনো কথা পাওয়া যায় নি।

"তাঁর জীবনীগ্রন্থে যা কিছু পাওয়া গেছে তা শুধুমাত্র বিদ্যার রঙমঞ্চের কথা; সেসব গ্রন্থে 'সুলূক' তথা তরীকতের কোনো আভাষ পাওয়া যায় না, যা বিভ্রান্ত হৃদয়ের জন্যে স্বস্তিদায়ক হতে পারে।" (আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:২১৮)

আহমদ রেজা বেরেলভী যদি সুলূকের পথে চলতেন তা হলে তার একটি কাঠিও দেখা যেত। যখন সুলূকের পথে চলেনই নি তো বিন্দু-বিসর্গ/কাঠি কোথায় দৃষ্টিগোচর হবে! বরং এখানে দেখা যাবে কুকুরই কুকুর। এখন আর আফসোস করে লাভ কি?

সাধনা ছাড়াই খেলাফত লাভ!

এ কথা সত্য যে, আহমদ রেজা বেরেলভী মারহারা শরীফ থেকে খেলাফত লাভ করেছেন। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে এ কথা বুঝা ভুল হবে যে, তিনি স্বীয় পীরের তত্ত্বাবধানে তরবিয়াত লাভ করে সুলূকের পথসমূহ অতিক্রম করেছেন। বাস্তবতা এই যে, আহমদ রেজা বেরেলভী ওই পথের কোনো লোকই নন যাতে তরীকতের মনযিলসমূহ তাঁর পাড়ি দেওয়ার আগ্রহ জন্মাতো। তো এখন কথা হলো, তরীকতের পীর সাহেব কীভাবে তাঁকে খেলাফতের মসনদে বসালেন? দেখুন তথ্যটি জীবনীলেখকদের কলমে বেরিয়ে এসেছে। আ'লা হযরতের বুযুর্গী অবলোকন করে এবার মাথাটায় একটা আঘাত করে নিন।

"তিনি কোনো সাধনা-আরাধনা ছাড়াই ইমাম আহমদ রেজাকে খেলাফত দিয়ে দিলেন।" (আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:৩৬৭)

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর পুরো জীবনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত হয় নি

এমনি তো আহমদ রেজা বেরেলভী এমন স্বপ্ন শুনিয়ে থাকেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, তিনি তাঁর মুক্তাদি হয়েছেন। বাস্তব কি তাই? আসল কথা হলো তাঁর পুরো যিন্দেগীতে একবারের জন্যও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব হয় নি। এই পরম সত্যটি আহমদ রেজা বেরেলভীর ভাষায় শুনুন–

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے   کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا

(হাদায়িকে বখ্‌শিশ ১/৫)

"প্রাণ তো যাবেই যাবে। তবে আমার মৃত্যুর পরই তাঁর যিয়ারত নসীব হবে।"

আহমদ রেজা বেরেলভীর নামায

ইসলামে কালেমা তাইয়েবার স্বীকার ও বিশ্বাস তথা ঈমানের পর নামাযই হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। নামায দ্বীনের স্তম্ভ। আল্লাহর সঙ্গে মুলাকাত, মু'মিনের মি'রাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নামায আমার চোখজুড়ানো বস্তু। আউলিয়ায়ে কিরামগণ ফরজ নামায ছাড়াও নফল নামাযকে সেই আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পড়েন যা ফরজ নামায আদায়ের বেলায় তাঁদের আছে।

শায়খ আবদুল কাদির জ্বীলানী রহ. বলেন–

'মাশায়িখগণ নফল নামাযকে ফরজ সমতুল্য গুরুত্ব দেন। মুমিন বান্দা নফল দ্বারা আল্লাহর প্রিয় হয়।' (আল ফাতহুর রাব্বানী, মজলিস:৬১ পৃ:৪৪৬)

এখন দেখুন, আহমদ রেজা বেরেলভী আল্লাহর ইয়াদে কতই না বিভোর! আর এই আশেকে রাসুলের জন্য নামায কতই না 'চোখের ঠাণ্ডক'!

আহমদ রেজা বেরেলভীর জন্য সুন্নাত মাফ, নফল বাদ!

আহমদ রেজা বেরেলভী (নিজের মুখকে গর্বে কুঁচো করে) লিখেন–

"আমি নিজেকে ওই অবস্থায় পাই যে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন যে, সুন্নাতও এ ধরণের লোকের মাফ। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আমি কখনো সুন্নাত ছাড়িনি। তবে নফল সে দিন থেকেই ছেড়ে দিয়েছি।" (*মালফূজাত ৩/৪৫*)

... থকে প্রতিয়মান হয় যে, আহমদ রেজা বেরেলভী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকেও নিজের ...লে মনে করেন। আজ পর্যন্ত কারো কাছে শুনা যায় নি যে, ফুকাহায়ে কিরাম ...তোয়া দিয়েছেন। ইলমী ব্যস্ততার কারণে সুন্নাতে মুআক্কাদা ত্যাগ করো

এমন মাসআলা কোনো কিতাবে পাওয়া যায় নি। তবে তাহাজ্জুদ, সে নামাযকে নিয়েও আহমদ রেজা বেরেলভী করেছেন আরেক দৈব-কাণ্ড! বললেন, এটি সুন্নাতে কিফায়াহ, বস্তির কেউ আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আহমদ রেজা বেরেলভীর তাহাজ্জুদ নামায তো লালখান কিংবা গোলাম কাদের পড়েছেন!!

মূলকথা, আহমদ রেজা বেরেলভীর সে দিন থেকে নফল নামায পড়ার তাওফিক হয় নি। শয়তানের পাঁয়তারা তদ্রূপ হয়ে থাকে, সে প্রথমে মানুষকে নফল মুস্তাহাব থেকে বিরত রাখবে, এরপরই তার জন্য সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার পথ সহজ হয়ে যাবে। এ তো গেলো সুন্নাত নফলের বাস্তব বিবরণ। বেরেলভী মাযহাবের লোকেরা হয়তো বলবেন যে, যদিওবা আহমদ রেজা বেরেলভী নফল ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর ফরজ নামাজের শান ও মান অনেক উঁচু। এতে করে তাঁর নফল না পড়ার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে!

তো উচিত মনে হচ্ছে যে, আহমদ রেজা বেরেলভীর ফরজ নামাজেরও কিছু উদাহরণ পাঠকসমাজের কাছে পেশ করি। এতে করে সাধারণ বেরেলভী ভাইদের নামাজেরও কিছুটা ধারণা করা যাবে।

ফরজ নামাযে নফসের নড়াচড়ার দ্বারা আহমদ রেজা বেরেলভীর অর্ন্তবস্ত্রের বন্ধন খুলে গেছে

বেরেলভীদের আলিম মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন মিরাঠী বলেন–

"এক বৎসর আমি রমযানের বিশ তারিখে আহমদ রেজা বেরেলভীর মসজিদে ই'তিকাফ করলাম। যখন ছাব্বিশ রমজানুল মুবারকের রাত্রি এলো তখন ইমাম আহমদ রেজাও ই'তিকাফ করলেন। তিনি ই'তিকাফে আসার পূর্বের কথা, একদিন আছরের সময় হুজুর ইমাম আহমদ রেজা তশরীফ আনলেন। তিনি নামায পড়িয়ে চলে গেলেন। আমি আমার স্থানে মসজিদের কোণায় চলে গেলাম। তখন এক লোক এসে আমাকে বললো, হুজুর কি এখন আছরের নামায পড়েন নি? আমি বললাম, এখনই তো হুজুরের পেছনে আমরা পড়লাম। লোকটি মহাবিস্ময় নিয়ে বললো– হুজুর তো আছরের নামায এখন (বাড়িতে) পড়ছেন, তাই আরয করলাম, হুজুর! আমার বুঝে আসছে না যে, আপনি এখনই নামায পড়িয়ে আসছেন, এখানে আবার পড়ছেন যে? এখন তো নফল নামায পড়ারও সময় নয়? তখন ইমাম আহমদ রেজা বললেন, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর নফসের নড়াচড়ার দরুন আমার অন্তর্বস্ত্রের (আন্ডার ওয়্যার) বন্ধন খুলে গেছে। যেহেতু তাশাহহুদে নামায শেষ হয়ে যায় তাই আপনাদেরকে বিষয়টি অবহিত করি নি। আর ঘরে এসে বন্ধন ঠিক করে সাবধানতাবশতঃ আবার পড়ে নিলাম।" (*আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:২৩৪*)

'সাবধানতাবশত' কথাটির উদ্দেশ্য এছাড়া আর কি হতে পারে যে, প্রথম আদায়কৃত নামাযটি যদি শুদ্ধ না হয়ে থাকে তা হলে পরের নামাযটি যেন সঠিকভাবে আদায় হয়।

এমতাবস্থায় মুক্তাদিদের নামাযও কি সাবধানতাবশত পুনরায় পড়ে দেয়া উচিত ছিলো না? আর যদি আহমদ রেজা বেরেলভীর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, নামায নির্ভুল হয়েছে তা হলে সাবধানতাবশত আবার পড়ার উদ্দেশ্য কি? এ কথাটি আসলে এখন আলোচ্য বিষয় নয়। এই মুহূর্তে পাঠকদের এ কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আহমদ রেজা বেরেলভীর রমজান মাসের ফরজ নামাযে কী যে অবস্থা ছিলো? নফসের নড়াচড়ার কারণে অর্ন্তবস্ত্রের বন্ধন খুলে গেছে; তো রমজান ছাড়া অন্য সময়ে কী পরিণতি সৃষ্টি হবে?

আল্লাহ-আল্লাহ, মসজিদে তাও আবার রমজানুল মুবারকে নামাযের যখন এ-অবস্থা তো স্বীয় কক্ষের অন্দরে নামাযটার কী দশা হবে! কথাটি আসলে লালখাঁনই ভালো জানবে। লালখাঁনের আলোচনা আহমদ রেজা বেরেলভীর জীবনীর অন্য স্থানেও পাওয়া যায়।

কোরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– إن الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر নিঃসন্দেহে নামায র্নিলজ্জ ও অশ্লীল কর্ম থেকে নিষেধ করে। নামাযে যেটুকু একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা থাকবে ততটুকু লজ্জাও স্থান পাবে। তদ্রূপ যেটুকু সেখানে একাগ্রতা ও মনোযোগিতা লোপ পাবে ততটুকু নির্লজ্জতা সেখানে বিরাজ করবে। এখন পাঠকই নির্ণয় করুন যে, হযরতের মন-মস্তিষ্ক নামাযে কোথায় কোথায় ভ্রমণ করে! কী কী বিষয় তাঁর গবেষণায় থাকে! তাঁর ওই বিষয় থেকে এখন একটি বিষয় দেখুন।

পুরুষাঙ্গ নিয়ে আহমদ রেজা বেরেলভীর বিশেষ গবেষণা!

“পুরুষের লজ্জাস্থানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়টি বলে প্রমাণিত করাই তাঁর ফিকহজ্ঞানের উপর এমন দলিল বহন করে যা দ্বিপ্রহরের সূর্যের চেয়ে অধিক প্রোজ্জ্বল। অতএব তিনি ফিকহ ও ফাতওয়ার চল্লিশটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ দ্বারা লজ্জাস্থানের আটটি শাখা-অঙ্গ সুপ্রমাণিত করেছেন। তারপর গবেষণায় আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আরেকটি অঙ্গ দলিলসহ খুঁজে বের করে পুরুষের লজ্জাস্থানের শাখা নয়টি বলে প্রমাণিত করেছেন।” (আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:২১২)

গবেষণার বিষয়ই যখন পুরুষাঙ্গ তখন অন্তর্বস্ত্রের বন্ধন খুলে যাওয়াটা একটি আবশ্যক ব্যাপার। চাই তা নামাযে হোক। আহলে ইলম মনীষীগণ কোরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করেন আর আহমদ রেজা বেরেলভী ডুবে যান বিশেষ অঙ্গের গবেষণার ভেতর! লালখাঁনও একটি আশ্চর্যজনক বিষয়ের দীক্ষা দিয়ে গেছেন তাঁকে!

অষ্টদশী কিশোরীর উপর আহমদ রেজা বেরেলভীর দৃষ্টি

ইসলামে গায়রে মাহরাম নারীর প্রতি স্বেচ্ছায় দৃষ্টি দেয়া জায়েয নেই। কিন্তু আহমদ রেজা বেরেলভী বলেন–

"আমি স্বয়ং দেখেছি যে, গ্রামের এক কিশোরী, বয়স আঠারো কি বিশের কাছাকাছি হবে। তার মা ছিলো নিতান্ত ক্ষীণকায়। মেয়েটি দুগ্ধপান বন্ধ করে দেয় নি। মা তাকে বারংবার নিষেধ করছিলো কিন্তু সে ছিলো জেদী। মাকে জড়িয়ে ধরে বুকে গিয়ে দুগ্ধ পান করতে ছিলো।" (মালফূজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী ৩/৫৮)

গায়রে মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ শুদ্ধ) নারীর প্রতি তাকানো, তার মায়ের স্তনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এটা ইসলামী শরীয়ত কখনো বৈধ করে না। অতঃপর বারবার চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা যে, মা তাকে নিষেধ করছিলো আর সে নিষেধাজ্ঞা মানছে না! এসব তাদেরই কাজ যাদের রমজানের মতো পবিত্রতম মাসেও প্রতিটি ফরজ নামাযে অন্তর্বস্ত্র খুলে যায়!

প্রিয় পাঠক! যে চক্ষুদ্বয় বাল্যকালে গায়রে মাহরামের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলো, তবে এখন যৌবনকালে সেই 'পবিত্র' আখিঁযুগল গায়রে মাহরামের স্তন থেকেও ফিরতে পারছে না! আহমদ রেজা বেরেলভীর পাঁচ বছর বয়সের কথা। তাঁর মা তাকে লম্বা জামা পরিধান করে দিয়েছেন। বাইরে গিয়ে যখন কিছু বেশ্যা নারীর সম্মুখে পড়লেন তখন জামার আঁচলটি চোখে এনে দিলেন (আর লজ্জাস্থান খুলে দিলেন) এবং বললেন, 'চোখের যদি স্খলন ঘটে তখন অন্তরও নিয়ন্ত্রণ হারায়। আর অন্তর যদি লাগামহীন হয় তখন লজ্জাস্থানের মেজাজ পাল্টে যায়, নিরাপত্তাহীনতায় থাকে।'(!) (সাওয়ানিহে আলা হযরত পৃ:১১)

অকুণ্ঠে মেনে নিলাম যে, বাল্যকালে তিনি গায়রে-মাহরামের উপরও দৃষ্টি দেন নি। কিন্তু প্রশ্ন জমে, পাঁচ বছর বয়সের শিশু কীভাবে জানতে পারে যে, লজ্জাস্থানেরও মেজাজ পাল্টে! এসব বোঝার জন্যে তো বালেগ হওয়া প্রয়োজন। সম্ভব নয় যে, তাঁর পিতা ওইসব তাকে শিখিয়েছেন। তবে, কে তাকে এই বয়সে ওই সব পড়ালো?! এসব গোপনীয় বিষয় উন্মুক্ত করে দিলো কে? তবে মনে পড়ে, এইসব তাঁকে পড়ালেন তাঁর শিক্ষক মির্যা গোলাম কাদের (গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই)। তিনিই গোপনীয় বিষয়ের ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করে দিয়েছেন। জীবনীকারের বক্তব্য–

"আ'লা হযরতের এই শিক্ষক আ'লা হযরতের উপর স্বীয় জ্ঞান বিলীন করে দিতেন।" (সাওয়ানিহে আ'লা হযরত পৃ: ৩০)

আমরা বেরেলভী গোষ্ঠীর কাছে বিনীত আবেদন জানাই, তাঁরা যেন আমাদেরকে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবহিত করেন যে, আহমদ রেজা বেরেলভীকে পাঁচ বছর বয়সে কে কে জানালো, লজ্জাস্থানেরও মেজাজ পাল্টে যাওয়ার গূঢ় তথ্য! বেরেলভী ভাইয়েরা আমাদেরকে এ প্রসঙ্গে দিক-নির্দেশনা দিবেন বলে আশা করি।

আহমদ রেজা বেরেলভীর আর্থিক অবস্থা

আহমদ রেজা বেরেলভীর বৈষয়িক অবস্থা কেমন ছিলো তা জানার জন্যে কিছু বাস্তব তথ্য সামনে রাখুন– "তিনি আটটি গ্রামের মালিক ছিলেন।" (আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা: ৭০)

"তাঁর পিতামহ লাহোরের শীশ মহলের মালিক ছিলেন। আর আহমদ রেজার পিতা নকী আলী পিতার একটি মাত্র সন্তান ছিলেন।" (আল মিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা: ৭১)

আহমদ রেজা বেরেলভীর খাবারের ব্যাপারে একটি অসিয়তনামা দেখুন। তাঁর দস্তরখানায় সাধারণত কী কী রকমারী খাবার থাকতো? তাঁর আরাম আহ্লাদ ও তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে এ ধরণের দাওয়াত সপ্তাহে অন্তত দু তিনবার হওয়া চাই–

দুধের বরফ, মুরগী বিরাণী, ছাগলের পোলাও, সিরিয়ার কাবাব, গোশতে পূর্ণ খিচুড়ি, ফ্রাইকৃত ডাল আদা ও অন্যান্য মসলাসহ, দুধের মলাই, ফিরনি, আপেলের রস, আনারের জল, সোডার বোতল, মুরগির পোলাও। (ওসায়া শরীফে আহমদ রেজা বেরেলভী পৃ:৮)

এটি সেই অসিয়ত শরীফ যা তিনি মৃত্যুর দু'ঘণ্টা সতেরো মিনিট পূর্বে লিখিয়েছিলেন। আমরা এই অসিয়তে কোনো বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করতে চাই না। পাঠকগণই নির্ণয় করবেন যে, আল্লাহ ওয়ালারা পরম মৃত্যুমুহূর্তে কোন জিনিসের অসিয়ত করেন?

আহমদ রেজা বেরেলভী কখনো যাকাত আদায় করেন নি!

অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন তিনি অথচ যাকাত দিতেন না। কোরআনের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ وآتوا الزكوة এর উপর কোনো দিন আমল করেন নি। দেখুন তাঁর বক্তব্য– "একসময় তিনি বললেন, কখনো একপয়সাও আমি যাকাত দেই নি।"
(আলমিযান ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃ:৩৪৬)

আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় করার সৌভাগ্য লাভ করার জন্যে লোভী না হওয়া উচিত। পরের সম্পদে যার লোভ থাকে সে কখনো খোদার পথে দান করতে পারে না।

আহমদ রেজা বেরেলভীর মাসআ'লা বলার জন্যেও মোটা অঙ্কের ফি!

হাফেজ আমীরুল্লাহ বেরেলভীকে একদা শিয়ারা অত্যন্ত বিরক্ত করলো, তার কাছে শিয়ারা কিছু প্রশ্ন করলো। তিনি প্রশ্নপত্রগুলো নিয়ে আহমদ রেজা বেরেলভীর কাছে এলেন যাতে তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে শিয়াদের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু আহমদ রেজা বেরেলভী মোটা ফিস তলব করলেন। হাফেজ সরদার আহমদ বেরেলভী লিখেন–

"মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর পক্ষ হতে তাঁকে (হাফেজ আমীরুল্লাহ বেরেলভী) বলা হলো, "হ্যাঁ, উত্তর তো দেয়া হবে, কিন্তু এক হাজার রূপী লাগবে।" হাফেজ সাহেব বললেন, উত্তরগুলোর জন্যে এত মোটা অঙ্ক টাকার প্রয়োজনটা কী? তো উচিত হবে, কিতাবাদী ক্রয় করে অধ্যয়ন করেই উত্তর দেয়া। এ-ছাড়া উত্তর দেয়ার আর কোনো উপায় নেই।" (তাযকেরায়ে খলীল পৃ:১৬১)

স্পষ্ট কথা যে, অর্থলিপ্সুর কখনো উদরপূর্তি হয় না, সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। প্রত্যেকমুহূর্তে পয়সার চিন্তায় বিভোর থাকে। নিরান্নবই থাকলে চিন্তায় থাকে কখন আরেকটি পয়সা হবে যাতে শ'র গণ্ডি পেরিয়ে আরো উপরে উঠতে পারি! সাধারণ মাসআলা বলতে যেসব জোচ্চুর পেটুক আলেমদের মোটাঙ্কের ফিস লাগে তারা কীভাবে যাকাতের ন্যায় দ্বীনের মহৎ একটি রুকন আদায় করতে পারবে!

আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়াপন্থী ছিলেন

আহমদ রেজা বেরেলভীর বংশের ব্যাপারে এ কথা দৃঢ় আস্থা নিয়ে বলা যাবে যে, তাদের সম্পর্ক ছিলো শিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে। জীবনভর তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে ছিলো, আসল চেহারা প্রকাশ করে নি। তাই বাস্তবতা আড়ালেই রয়ে গিয়ে ছিলো অতি নিপূণভাবে। এর মধ্যে তাদের লক্ষ্য ছিলো, আহলে সুন্নাতের মাঝে শিয়ামতাদর্শকে প্রচলিত করা। এ কথার প্রমাণের জন্যে নিম্নের কয়েকটি দলিল উল্লেখযোগ্য–

১) আহমদ রেজা বেরেলভীর বাপদাদার নাম শিয়াদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর বংশতালিকা নিম্নরূপ: আহমদ রেজা ইবনে নকী আলী ইবনে রেজা আলী ইবনে কাযেম আলী। (আ'লা হযরত পৃ:২; যফরুদ্দীন বিহারী প্রণীত)

২) আহমদ রেজা বেরেলভী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. এর বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কারো মুখে উচ্চারণ তো দূরের কথা তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তিনি তাঁর একটি কাব্যে লিখেন–

تنگ چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار　　　مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر

یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت　　　کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ و بر

(হাদায়িক্বে বখশিশ ৩/৩৭)

অর্থাৎ, আহমদ রেজা বেরেলভী বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর পোষাক এতো আঁটসাঁট হতো যে, তা ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা হতো।

একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ভাবুন, কোমর ও বুকের বিবরণ দিয়ে আহমদ রেজা বেরেলভী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর যে লজ্জাজনক চিত্র তুলে ধরলেন তা কি শিয়া সম্প্রদায় ব্যতিত আর কারো পক্ষে সম্ভব? এই জঘন্য ধৃষ্টতার উপর লজ্জিত হওয়ার স্থলে

বেরেলভীদের দুঃসাহস দেখে বিবেকের মাতম করতে হয়! ফাতাওয়া মাজহারিয়্যাতে মুফতি মাজহারুল্লাহ লিখেন–

"এই সাধারণ ত্রুটিটি যা শরীয়তে ধর্তব্যও নয় তা কি তিনি (হযরত আয়েশা রা.) ক্ষমা করবেন না? যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তিনি ক্ষমা করবেন না, তো সাধারণ মুসলমানদের এব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনটা কি? এটা তো একজন অবুঝ শিশু ও স্নেহবৎসল মায়ের মধ্যকার ব্যাপার।" (ফাতাওয়ায়ে মাজহারিয়্যা পৃ: ৩৮৮)

আমি শ্রদ্ধেয় মুফতি সাহেবকে বলতে চাই, এই ব্যাপারটি একজন বেয়াদব সন্তানের মায়ের সঙ্গে নয় শুধু বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সমস্ত মুসলমান জাতির মায়ের সঙ্গে। আপনি যে বললেন, মুসলমানদের এ ব্যাপারে নাক গলানো কী প্রয়োজন? তা কেবল মুখের জোর আর বাহু বল দেখানো। আপনি চান, বেরেলভীরা যা ইচ্ছা তা করুক, মুসলমানেরা নিরবে নিস্তব্ধে থাকুক! পাপ তো পাপ, পাপ নিয়ে আবার দুঃসাহস দেখানো– এ ধারার একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ বুঝি আর নেই!

৩) আহমদ রেজা বেরেলভী সাহাবী হযরত আবদুর রহমান আলকারী রাযি. এর উপর কুফরীর ফাতওয়া দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের নিয়ে কটুক্তি করা আর তাদের উপর কুফরী ফাতওয়া দেয়া একমাত্র শিয়াদের প্রতীক। সেসব দুর্ভাগারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের ব্যাপারে কুফুরীর ফাতওয়া লাগিয়ে নিজেদের ঈমানকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। আহমদ রেজা বেরেলভীও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. ও হযরত আবদুর রহমান আলকারী রা.-এর উপর কুফরীর ফাতওয়া দিয়ে পর্দা চিরে শিয়াপন্থীর স্বরূপ উন্মোচন করলেন। মালফূজাতে আহমদ রেজাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে– "আবদুর রহমান কারীকে কেরাআত থেকে উদ্ভূদ কারী বলে মনে না করা উচিত। বরং সে 'বনূ কোররা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত (এজন্য তাকে কারী বলা হয়) সে শূকর কাফের।" (মালফূজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী ৩/৪৪)

স্মরণ রাখা চাই, তিনি خوک বলেছেন, যার অর্থ শূকর। নাউযুবিল্লাহ ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো সাহাবীর ক্ষেত্রে এরূপ শব্দ ব্যবহার করা একমাত্র বেরেলভীদেরই শোভা পায়। এই আচরণ দ্বারা বেরেলভী ধর্মের প্রকৃত চেহারার উন্মেষ ঘটেছে যে, আস্‌হাবে রাসূলের ব্যাপারে তাদের মনমানসিকতা কত যে ঘৃণ্য ও অসভ্য। কোন্ মুখে এঁরা নিজেদেরকে আশেকে রাসূল এবং আহলে সুন্নাত বলে দাবী করে? অথচ আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়াপন্থী হওয়ার জন্য এই একটি প্রমাণই পর্বততুল্য ভূমিকা পালন করে! পাঠক, আপনি যদি এই পর্বতের চূড়ায় ওঠে আহমদ রেজা বেরেলভীর স্বরূপ দেখতে চান তা হলে বেরেলভী মহোদয়কে শিয়াদের হাম্মাম খানায়

সম্পূর্ণ দিগম্বর দেখতে পাবেন। আহলে সুন্নাতের আবরণে ঢাকা আহমদ রেজা বেরেলভীর বাস্তবতা এই-ই।

৪) আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়া মতবাদের অনুসরণ করে লিখেছেন যে-

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কোনো আয়াত ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়। তিনি লিখেন, কোরআন মজীদের শব্দসমূহ সংরক্ষণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। অর্থ যদিও ওইসব শব্দের সঙ্গেই জড়িত কিন্তু সেসব অর্থের জ্ঞান থাকা আদৌ জরুরী নয়। নবী আল্লাহর বাণী বুঝার জন্যে আল্লাহর বিশ্লেষণের প্রতি মুহতাজ। ثم إن علينا بيانه আর এটা সম্ভব যে, কোনো আয়াত তাঁর বিস্মৃতি হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।" (মালফূজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী ৩/ ৯৯৮)

আহমদ রেজা বেরেলভীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তিনটি কথা বুঝা যায়:

অ. কোরআন মজিদের শব্দসমূহের অর্থের জ্ঞান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জানা থাকা জরুরী নয়। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়ব (অদৃশ্যের জ্ঞাতা) হওয়া প্রয়োজন নয়।

ই. আল্লাহর কালাম বোঝার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ব্যাখ্যার নির্ভরশীল। তার অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখতার বা স্বাধীকার প্রাপ্ত নন যে, নিজে নিজেই কোরআন মজিদ বুঝতে পারবেন।

ঈ. কোরআনের কোনো আয়াত ভুলে যাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে সম্ভব।

জ্ঞাতব্য- এখানে একটি বিষয় স্মরণ করে দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে যে, বেরেলভীদের এমন কিছু বিষয় আছে যা তাদের প্রতীকচিহ্ন হিসেবে সমাদৃত; যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং ইমাম আজম আবূ হানিফা রহ.এর সঙ্গে বৈপরিত্যবহুল; বেরেলভীরা যা খুব জোরে শোরে জোর গলায় বচনের ন্যায় আওড়াতে থাকে। তাদের সেই সব প্রতিকী বিষয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের জ্ঞাতা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াও আছে। কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্যে আহমদ রেজা উক্ত উভয় বিষয়ের অস্বীকার করে ফেললেন। তৃতীয় বিষয়টিতে আহমদ রেজা বেরেলভী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করলেন যদ্বারা পুরো দ্বীনই সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেলো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআনের আয়াত ভুলে যাওয়ার এই ধারণা ও বিশ্বাস একমাত্র শিয়াদের। দেখা গেলো, এই ধারণা আহমদ রেজা বেরেলভীও পোষণ করেন; এতেও তাঁর স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেলো যে, তিনি কে?

৫) তদ্রূপ শিয়াদের ধারণা ও বিশ্বাস মতে একটি দোআ রচনা করেছেন আহমদ রেজা বেরেলভী। যা মৃতের কাফনে রাখা হয়। তিনি লিখেন, যে ব্যক্তি لا إله الا الله وحده

لا شريك له এই দুআটি পুরো লিখে মৃতের কাফনে রেখে দিবে সে কবরের অসুবিধা থেকে নিরাপদে থাকবে, আর মুনকার নকীর তার কাছে আসবে না। (ফাতাওয়া রেজভীয়া ৪/১২৭; আহমদ রেজা বেরেলভী)

এখন তা হলে কোনো আমল– নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির প্রয়োজন নেই! আহমদ রেজা বেরেলভীর এই নির্দেশ মতে আমল করলেই চলবে, এই দোআর ফলে মুনকার নকীর ভয়ে পালিয়ে যাবে!!

মনে রাখা উচিত, শিয়াদের যখন কোনো লোক মৃত্যুবরণ করে তখন শিয়াপন্থী গুরুরা মৃতের কাফনে এই দোআটি লিখে দেয়। এরই শিক্ষা দিলেন আহমদ রেজা বেরেলভী। এতে করে আহমদ রেজা বেরেলভীর মুখোশ উন্মোচিত হলো এবং অশুভ কর্মকাণ্ড আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে এলো। ওই ফাতওয়ায় দু'পৃষ্ঠা পর লিখেন– "এটি যে ব্যক্তির কাফনে রাখা হবে আল্লাহ তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (ফাতওয়া রেজভীয়া ৪/১২৯)

মানুষ যে সব নেক-আমল করে তার বরকতে এবং তাওবার দরুন গোনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু বেরেলভী মহোদয় বলেন, তাওবা এবং নেক আমলের প্রয়োজন নেই! শুধু কাফনে এই দোআটি লিখে দিলেই চলবে! কবরের সমূহ বিপদাপদ নিমিষেই উধাও হয়ে যাবে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় জামাতা আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান রা. যাঁকে দু'বার বেহেশতের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি কবর জগতের কথা শ্রবণ করতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি মুবারক অশ্রুতে সিক্ত হয়ে যেত। বেরেলভীদের নিকট কিন্তু কবরের সব সমস্যার সমাধান এই একটি দোআ! এতেও বেরেলভীদের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রোজ্জ্বল ভেসে উঠে।

৬) তেমনি আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়াদের ভ্রান্তধারণার প্রতিবিম্বিত করে লিখেন, ওলামায়ে দ্বীন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত:পবিত্র জুতো, সুস্নিগ্ধ রওযার চিত্র কাগজে অঙ্কন করা, চুম্বন করা, চোখে লাগানো ও মাথায় রাখার নির্দেশ দেন। (রিসালায়ে আল বিররুল মাক্বাল- মাজমুআয়ে মাসায়িল ৪/১৪১; আহমদ রেজা বেরেলভী)

নোট: এখানে আহমদ রেজা বেরেলভীর স্পষ্টভাবে বলে দেয়া উচিত ছিলো যে, 'ওলামায়ে দ্বীন' থেকে উদ্দেশ্য কারা আর তাঁরা জুতো মুবারক ও রওজা শরীফের ছবি কাগজে অঙ্কন করার, চোখে লাগানোর ও চুমু দেয়ার কথা কোন কিতাবে বলেছেন। তবে তাঁরা আপনার ন্যায় উদরপূজারী কেউ হবেন, ওলামায়ে হক্ব হবেন না। কোনো বেরেলভীর যদি গায়রাত (চেতনাবোধ) থাকে তাহলে সপ্রমাণ দেখান। বুযুর্গানে দ্বীনের উপর অহেতুক অপবাদ আরোপ করে মুখোশ পরে নিজেদের শিয়ানীতির উপর আবরণ ঢাকবেন না।

৭)আহমদ রেজা বেরেলভী মুসলমানদের মাঝে শিয়া মাযহাবের ধারণা ও বিশ্বাস প্রচার প্রসার করার জন্য অবিশ্রান্ত তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। প্রকাশ্য শিয়াদের তেমন

সফলতা দেখা যায় নি যেমন সফলতা পেয়েছেন আহমদ রেজা বেরেলভী ছদ্মবেশ ধারণ করে। তারা তাঁদের শিয়ামনস্কতার উপর আবরণ ঢালার জন্য এ ধরণের কিছু পুস্তিকা রচনা করেছেন যাতে বাহ্যদৃষ্টে শিয়াদের বিরোধিতা করা হয়েছে আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে বলা হয়েছে। শিয়ামনস্কতার মতলবটির চাহিদাই তাঁরা যথাযথ পালন করেছেন। আমার এই বক্তব্যের সত্যতার জন্য ফাতাওয়া বেরেলভী পৃ:১৪ দেখতে পারেন।

৮) আহমদ রেজা বেরেলভী স্বীয় রচনাবলীতে এ ধরণের রেওয়ায়ত প্রচুর বর্ণনা করেছেন প্রকৃতপক্ষে যা শিয়াদের বর্ণনা। এসব ভ্রান্ত ধারণার সঙ্গে আহলে সুন্নাতের দূরতম সম্পর্কও নেই। যেমন,

ক. (আল আমনু ওয়াল উলা পৃ:৫৮; الامن والعلي) إن عليا قسيم النار

অর্থ : "কেয়ামতের দিন হযরত আলী রা. জাহান্নামের টিকিট বিতরণ করবেন।"

খ. ان فاطمة سميت بفاطمة لان الله فطمها وذريتها من النار

অর্থ : "হযরত ফাতিমা রা.এর নাম ফাতেমা রাখার কারণ হলো আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং তাঁর বংশধরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়েছেন।" (খতমে নবুওয়াত পৃ: ২০; আহমদ রেজা বেরেলভী)

পাঠক, ভেবে দেখুন, এসব ধারণা ও বিশ্বাস একমাত্র শিয়াদের। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এসবের আদৌ মিল নেই।

৯) আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়া ইমামদেরকে 'তাকদীস' তথা পবিত্রতমের মর্যাদা দেয়ার জন্যে এই আকীদা বানালেন যে, হযরত আলী রা. হতে 'আগওয়াস' শুরু হয়ে এসে হাসান আসকারী পর্যন্ত পৌঁছে। এ বিষয়ে তিনি ওই তরতিব ও স্তরবিন্যাস মান্য করেন যা শিয়া ইমামদের রয়েছে। (মালফূজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী ৩/ ১১৫)

নোট: اغواث এটি غوث এর বহুবচন। যার অর্থ সৃষ্টিজগতের সাহায্যকর্তা। শিয়াগুরুগণ যেভাবে হযরত আলী রা.কে মান্য করেন আর অন্যান্য সাহাবাদের দোষারোপ করেন বরং মুরতাদ মনে করেন ঠিক তেমনি এই ধারণা রয়েছে আহমদ রেজা বেরেলভীরও। দলিল নম্বর ২ ও ৩ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

১০) আহমদ রেজা বেরেলভী সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে একমাত্র হযরত আলী রা. কে-ই সমাধানদাতা সাব্যস্ত করেন। তিনি লিখেন, যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দোআয়ে সাইফী পড়বে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দোআয়ে সাইফী এই-

ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب
كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي

অর্থ: "হযরত আলীকে স্মরণ করো, যাঁর কাছ থেকে অলৌকিক বিষয়াবলির প্রকাশ ঘটে। হে আলী! আপনার বেলায়েতের অসিলায় আমাদের সমস্ত দুঃখ বেদনার সমাপ্তি ঘটে।" (আল আমনু ওয়াল উলা পৃ: ১২, ১৩ আহমদ রেজা বেরেলভী)

সমস্ত সমস্যার সমাধানদাতা একমাত্র পবিত্র সত্তা মহান আল্লাহ, অন্য কেউ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। কিন্তু শিয়ারা যেভাবে হযরত আলী রা. কে সমাধানদাতা, বিপদনিরসনকারী মনে করে, ঠিক তদ্রূপ আহমদ রেজা বেরেলভী খোদার খোদায়ীতে সিঁদুর কেটে অবৈধভাবে ঢুকে চুরি করে হযরত আলী রা. কে সমাধানদাতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। মহান প্রভুর সাম্রাজ্যে এভাবে চুরির মহড়া চালিয়ে সুদৃঢ় মুখোশ অতিক্রম করে নিজের ঘৃণ্য চেহারা প্রকাশ করে দিলেন আর শিয়ামনস্কতার নেকাব তুলে দিলেন!

১১) এভাবে তিনি মহান পঞ্চব্যক্তিবর্গের পরিভাষা ব্যাপক করে দিয়েছেন, আর এই পংক্তিটির প্রচার প্রসার করলেন–

لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاطمة
المصطفي والمرتضي وابناهما الفاطمة

(ফাতওয়া রেজভিয়া ৪/১৮৭; আহমদ রেজা বেরেলভী)

পংক্তিটির অর্থ এই : পাঁচ মহামনীষী আছেন যাঁরা আপন বরকতে আমার পীড়াসমূহ বিদূরিত করেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আলী রা., হযরত হাসান রা., হযরত হুসাইন ও হযরত ফাতিমা রা.।

এটিও নির্ভেজাল শিয়াদের ধর্মবিশ্বাস। আহমদ রেজা বেরেলভীও এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন যেন শিয়াতন্ত্রের বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে এবং সুন্নিয়াতের বিনাশ হয়। এটাই মুখোশ পরার মতলব!

১২। আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়া আকীদা ও বিশ্বাসের বিকাশকারী পরিভাষা 'জপর' এর সমর্থন করে লিখেন যে, জপর চর্মের তৈরী এমন একটি কিতাব যা ইমাম জাফর সাদেক আহলে বায়তের জন্য লিখেছেন। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় বস্তু লিখে দিয়েছেন। তদ্রূপ সেখানে কিয়ামত অবধি সংগঠিতব্য ঘটনাবলীও বর্ণিত হয়েছে।

(খালেসুল ই'তিকাদ পৃ:৪৮; আহমদ রেজা বেরেলভী)

প্রিয় পাঠক! আহমদ রেজা বেরেলভীর উক্ত বক্তব্য দ্বারাও আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কীভাবে তিনি সুন্নীয়াতের আদলে শিয়া মতবাদকে প্রকাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিয়ামত অবধি প্রকাশিতব্য সকল ঘটনা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তিনি ব্যতিত আর কেউ জ্ঞাত নয়। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য স্বীকৃত বিষয়।

১২) তদ্রূপ শিয়াদের পরিভাষা 'আলজামিআ'র আলোচনা করে আহমদ রেজা বেরেলভী লিখেন– 'আল জামিআ' এটি এমন একটি সহীফা যাতে হযরত আলী রা.

পৃথিবীর সকল ঘটনাবলীকে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুরূপ তাঁর বংশধরের মধ্যে সকল ইমামগণও পৃথিবীর সকল ঘটনাবলীর ব্যাপারে অবগত ছিলেন।

এ-কথাটিও আহমদ রেজা বেরেলভীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুজাদ্দিদ ও ইমাম হওয়ার ভ্রান্ত দাবীকে ছিন্নভিন্ন করে শিয়া মতবাদের গভীর কূপে নিক্ষেপ করে!

১৩) তেমনি শিয়াদের আরেকটি ধর্মমত আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন যে, শিয়াদের অষ্টম ইমাম ইমাম রেজাকে বলা হলো যে, আমাদেরকে এমন একটি দোআ বাতলে দিন যা আহলে বায়তের যিয়ারতের মুহূর্তে পাঠ করতে পারি। তখন তিনি বললেন, কবরের পাশে গিয়ে চল্লিশ বার আল্লাহু আকবার বলে সালাম পেশ করে বলো, হে আহলে বায়ত! আমি সকল সমস্যাদির সমাধানের জন্য আপনাকে আল্লাহর সকাশে সুপারিশকর্তা হিসেবে পেশ করছি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের শত্রুদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিচ্ছি।

(হায়াতুল মাওয়াত ফাতাওয়া রেজভিয়াভুক্ত ৪/২৯৯; আহমদ রেজা বেরেলভী)

পাঠক! তাঁর এই উক্তিটি বারবার পড়ুন এবং আহমদ রেজা বেরেলভীকে মন্থন করার চেষ্টা করুন। দেখুন কীভাবে তিনি সুন্নীদের মাঝে শীয়াতন্ত্রের বিষ ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। শিয়ারা নবী পরিবারের শত্রু বলতে শায়খাইন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুহাসঙ্গী হযরত আবূ বকর রা. ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাণের কামনা হযরত উমর রা. কে-ই বুঝে। আহমদ রেজা বেরেলভীও এসব বুযুর্গদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করতঃ শীয়া মতবাদের মদদ দানে ব্যস্ত।

১৪) আহমদ রেজা বেরেলভী সুন্নীসমাজের মাঝে শিয়া তাযিয়ার গ্রহণযোগ্যতার জন্য লিখেন যে, "বরকত লাভের উদ্দেশে হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন রা. এর কবরদ্বয়ের নমুনা তৈরী করে গৃহের ভেতরে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।" (বদরুল আনওয়ার পৃ: ৫৮; আহমদ রেজা বেরেলভী)

১৫) তদ্রূপ আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়া ইমামদের উপর নির্ভর বায়আতের ধারাকে প্রচলন করেছেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি একটি অর্থহীন আরবী রচনা করেছেন। এতে করে তাঁর আরবী ভাষাজ্ঞানের সকল দাবীর প্রকৃত রূপ প্রকাশ হয়ে যায়। রচনাটি এই–

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفي رفيع المكان المرتضي علي الشان الذي رجيل من أمته خير من السابقين وحسين من زمرته أحسن من كذا وكذا حسنا من السابقين السيد السجاد زين العابدين باقر علوم الانبياء والمرسلين ساقي الكوثر ومالك تسنيم وجعفر الذي يطلب موسي الكليم رضا به بالصلوة عليه

(আনওয়ারে রেজা পৃ: ২৭; আহমদ রেজা বেরেলভী)

উপরোক্ত উক্তিটিও আহমদ রেজা বেরেলভীর শিয়া হওয়ার পক্ষে একটি সুস্পষ্ট দলিল বহন করে। এতে করে জানা গেলো যে, তিনি শিয়া মতবাদের একজন বড় দাঈ ও প্রচারক ছিলেন এবং যথাসম্ভব পথ ও পন্থায় শিয়াতন্ত্রের প্রচার প্রসারকে নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন। দ্বিতীয় কথা হলো, তাঁর আজ্ঞাবহরা খুব জোরগলায় দাবি করে যে, বেরেলভী মহোদয় সাড়ে তিন বছর বয়সে খুব বিশুদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের আরবী বলা শুরু করে দিয়েছিলেন। অথচ আরবী ভাষার ব্যাপারে সাধারণ জ্ঞানও যার আছে তিনি সহজেই উপরোক্ত বক্তব্যের অনারবীয়াত, অসারতা ও অর্থহীনতা অনুমান করতে পারবেন। এ ধরণের ব্যক্তির ব্যাপারে গুজব ছড়ানো যে, তিনি সাড়ে তিন বছর বয়সেও বিশুদ্ধ আরবী বলতেন রীতিমতো বিস্ময়কর! وحسن من زمرته أحسن من كذا وكذا حسنا من السابقين আরবী ব্যাকরণশিল্পের সঙ্গে কত যে অমিল তা সুস্পষ্ট!

১৬) তদ্রূপ আহমদ রেজা বেরেলভী শিয়া সম্প্রদায়ের আনুগত্য করে কোরআন মজিদের বিকৃতি করতঃ স্বীয় ফাতাওয়ার প্রশংসা করে লিখেন–

لم يطمثهن قبلي إنس ولا جان অর্থ: পরিচ্ছন্ন ও কুমারী রমনী যেন 'ইয়াকূত' ও 'মারজান' যাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানব বা জিন স্পর্শ করে নি। (ফাতাওয়া রেজভিয়া ১/ আহমদ রেজা বেরেলভী)

কোরআন মজিদের বিকৃতিসাধন একমাত্র শিয়াপন্থীদের কর্ম। সুন্নীগণ এরূপ স্পর্ধা ও দুঃসাহস দেখাতে পারে না। কেননা, সুন্নীদের বিশ্বাস, যেসব লোক আসমানী গ্রন্থসমূহে বিকৃতিসাধন করেছে তাদের উপর আল্লাহর আযাব দুনিয়াতেই এসে গেছে।

আহমদ রেজা বেরেলভী কোরআন মজিদে বিকৃতিসাধন করে নিজের মুখ থেকে শিয়াতন্ত্রের ঘোমটা স্বহস্তেই খুলে দিলেন। যাতে তাঁকে চিনতে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়।

১৭) বেরেলভীদের আকীদা হলো কোরআন মজীদের উপর বিস্তারিত ঈমান আনা ফরজে আইন নয় বরং ফরজে কিফায়া।

কোরআন মজীদ আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থ। তার উপর বিস্তারিতরূপে ঈমান রাখা ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া নয়। যে ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে ঈমানের অস্বীকারকারী সে ইসলাম বহির্ভূত। এও মানতে হবে যে, (১) কোরআন মজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রত্যেকটি আয়াত আল্লাহর কালাম বা বাণী। (২) কোরআন মজীদের এই বর্ণনাক্রম আল্লাহর পক্ষ হতে গৃহীত; সাহাবায়ে কিরাম নিজস্ব মতে তা করেন নি। সেই অনুসারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়িয়েছেন এবং শুনিয়েছেন। (৩) আদ্যোপান্ত এটি একটি সংরক্ষিত কিতাব; এতে কোথাও কোনোপ্রকার বিকৃতি হয় নি। (৪) যে লোক এর পরিবর্তন বা বিকৃতির কথা বলবে সে কাফির। (৫) কোরআনের সকল

বিধানাবলি চিরস্থায়ী, আর তা আল্লাহর আইন যা মানবজাতির চিরদিনের জন্য হেদায়েতস্বরূপ।

কোরআনের ব্যাপারে এসব সবিস্তারে ঈমান আনা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। জানাযার নামায কোনো মুসলমান পড়লে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, কেননা, তা ফরজে কিফায়া। কোরআন মজিদ তদ্রূপ নয় যে, কোনো মুসলমান তাকে মান্য করবে, তার উপর ঈমান আনবে আর কেউ ঈমান আনবে না, মান্য না করলেও চলবে। বরং কোরআন মজীদের উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ-এ-আইন বা আবশ্যকীয় কর্তব্য। এটা তদ্রূপ ফরজে কিফায়া নয় যে, সুন্নীরা মানবে আর শিয়ারা না মেনেও মুসলমান রয়ে যাবে! কিন্তু বেরেলভীদের বিশ্বাস যে, আমরা যখন মেনে নিয়েছি তাই ফরজে কিফায়া আদায় হয়ে গেছে; শিয়ারা এসব বিস্তারিতরূপে না মানলেও তারা আমাদের ভাই! যেমন দেখুন, আহমদ রেজা বেরেলভীর বিশিষ্ট খলীফা মুফতি আহমদ ইয়ার খান গুজরাটী লিখেন–

কোরআনের উপর সবিস্তারে ঈমান আনা ফরজে কিফায়া তবে মোটামুটিভাবে ঈমান আনা ফরজে আইন। (নূরুল ইরফান পৃ:৩ আহমদ ইয়ার গুজরাটী)

إنا لله وإنا إليه راجعون আল্লাহর পানাহ! কুরআন মজিদের উপর ঈমান আনাকে আজ পর্যন্ত কেউই ফরজে কিফায়া বলে নি। উল্লিখিত দলিল দ্বারাও শিয়াতন্ত্রের আয়নায় বেরেলভীয়াতের স্বরূপ ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

১৮) বেরেলভীদের বিশ্বাস যে, কুরআন মজিদে কিছু কিছু শয়তানী আয়াতও আছে যেগুলোতে কিছু হেরফের করে কোনো কথা বলা হয়েছে, যার কোনো বাস্তবতা নেই। পুরো কোরআন বাস্তবশুদ্ধ নয়। "নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা"

বেরেলভীদের হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান গুজরাটী قل إنما أنا بشر مثلكم আয়াতে كم থেকে উদ্দিষ্ট মনে করেন কাফেরদের। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে বলেন নি যে, আমিও একজন মানব; বরং শুধুমাত্র কাফিরদের সম্বোধন করে বলেছেন যে, আমি তোমাদের মতো তোমাদেরই জাতীয়। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

অতঃপর প্রশ্ন উঠে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের কীভাবে বললেন, আমি তোমাদের মতো? তদুত্তরে আহমদ ইয়ার গুজরাটী বলেন, "শিকারী শিকার করার মুহূর্তে শিকারী জন্তুর ন্যায় ধ্বনি দিয়েই তো শিকার করে।" গুজরাটী সাহেব তাঁর এই কথায় তিনটি বেয়াদবী করেছেন: ক. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শিকারী বলেছেন। খ. কোরআন মজীদ যা আল্লাহর পাক-কালাম তাকে জন্তুর বুলি বা আওয়াজ বলেছেন। উপরন্তু কোন জন্তু? কাফের জন্তু! গ. কোরআন কারীমের আয়াতকে বে-হাকীকত বা বাস্তববহির্ভূত অর্থাৎ শিকার করার পন্থাসর্বস্ব আখ্যা দিয়েছেন।

সচেতন ঈমানদারগণ! একটু ভেবে দেখুন, কোরআন মজীদের ন্যায় এমন একটি কিতাবের ব্যাপারে কোনো দল কিংবা কোনো ব্যক্তি এমন লজ্জাজনক ভাবনা করে নি। কেউ এমন স্পর্ধা দেখিয়ে বলে নি যে, কোরআন মজীদে শয়তানি আয়াতও আছে যেখানে হেরফের করে কিছু অবাস্তব কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কোরআন পুরোটাই বাস্তব নয় বরং কোনো আয়াত বাস্তবধর্মী আর কিছু পন্থাবিশেষ তথা নির্ঘাত অবাস্তব।

গুজরাটী সাহেব قل إنما أنا بشر مثلكم এর তাফসীরে লিখেন–

"এই আয়াতের সম্বোধন কাফেরকে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কাফেরগণ! তোমরা আমাকে ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের মতই অর্থাৎ মানব। শিকারী লোক জন্তুর ন্যায় ধ্বনি দিয়ে শিকার করে থাকে। তদ্রূপ এখানে কাফিরদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করাই উদ্দেশ্য।" (জাআল হাক্ব পৃ:১৭৬; আহমদ ইয়ার গুজরাটী)

পাঠক! দেখলেন তো! বেরেলভী মোল্লারা কেমন পৈশাচিক কায়দায় কোরআন মজিদের মহত্ত্বে আঘাত হেনেছে, তার পবিত্রতাকে নির্দয়ভাবে কলুষিত করেছে, আর কীভাবে জন্তু-জানোয়ারের বুলির সঙ্গে তাকে তুলনা করেছে! পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে এই জঘন্য ধারণা ও ঘৃণ্য আচরণ কার? শিয়ার নাকি সুন্নীর? আপনিই বিচার করুন।

১৯) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. এর ব্যাপারে আরেকটি বেয়াদবি। আহমদ রেজা বেরেলভী লিখেন–

"উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে) যে সব ক্রোধোদ্দীপক কথা বলেছেন তা যদি অন্য কেউ বলতো অবশ্যই ঘাড় দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হতো।" (মলফূজাতে আহমদ রেজা ৩/৮৭)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. সম্পর্কে এ ধরণের ধৃষ্টতামূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শিয়া ব্যতীত আর কেউ বলতে পারে না। কিন্তু দেখলেন তো প্রিয়পাঠক, কেমন নির্লজ্জতার শিকার হয়ে মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর শানে কুরুচিপূর্ণ আচরণ করেছেন। উম্মুল মুমিনীন সমস্ত মুসলমানের ধর্মীয় মাতা। অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনীও। নবীজী আলাইহিস সালাম-এর সামনে তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচার ছিলেন। কখনো তাঁর সম্মুখে এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করেন নি যা ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বা তাঁর মহত্তম শান-বিরোধী হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে এরূপ ধারণা যে, তিনি ক্রোধোদ্দীপক আচরণ করতেন নিকৃষ্ট অপবাদ ছাড়া আর কিছু না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীনের ব্যাপারে এটা বড় বেয়াদবী ও গোস্তাখী। কিন্তু আফসোস, আহমদ রেজা বেরেলভী বলেন যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে এ ধরণের কথাও বলতেন যে, শরয়ী দৃষ্টিতে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

পাঠকবৃন্দ! আপনারাই বলুন, কোনো মুসলমান কি কখনো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর শানে এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারে? আসতাগফিরুল্লাহ!!

হে ঈমানের ধারকগণ! একটু নিজেদের বুকে হাত রেখে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করুন যে, সাহাবা ও উম্মুল মু'মিনীনগণের ব্যাপারে বেরেলভী মতাদর্শ কোন পর্যায়ে? আর শিয়া মাযহাব কোন অবস্থানে? নিঃসন্দেহে দলদ্বয় একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আমি এ ব্যাপারে আর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাচ্ছি না। নবী-পত্নী হযরত আয়েশা রা. এর পবিত্র শানে কৃত এই গোস্তাখীতে অন্তরজগত বেদনাহত, হৃদয় ক্ষত বিক্ষত। এ নিয়ে কথা আরো বাড়াতে হৃদয়জগতে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে আর কলম অকেজো হয়ে আসছে।

২০) সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. এর শানে বেয়াদবি। মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর বিশিষ্ট খলিফা এবং বেরেলভীদের হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার গুজরাটী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. এর ব্যাপারে লিখেন–

"আশিকরা আদব-কায়দা সম্পর্কে বে-খবর থাকে। তাঁর জন্যে এধরণের ভুল মার্জনীয়। তাঁকে অন্ধ বলা হয়েছে কারণ, তিনি নবীপ্রেমের আদব কায়দায় অন্ধ।" (নূরুল ইরফান পৃ:৯৩৪; আহমদ ইয়ার গুজরাটী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকাশে অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম এমন মুহূর্তে উপস্থিত হলেন যখন তাঁর কাছে মক্কার বিশিষ্ট নেতারা উপবিষ্ট ছিলো। আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দ ছিলো যে, অন্ধ সাহাবীর দুর্বলতা, বিপর্যয়াবস্থা ও সৎ প্রেরণার ভিত্তিতে তাঁর দিকেই মনোযোগ দিবেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার দলপতিদেরকে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পেশ করছিলেন, তাই তিনি তাঁর দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারেনন নি। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "হতে পারে তিনি আপনার মনোযোগিতায় পরিশুদ্ধি লাভ করে ধন্য হবেন।" (সূরা আবাসা- আয়াত ৩; পারা ৩০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. এর সৌভাগ্যশৈলী যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন। কিন্তু এখন বেরেলভী ভাইদের দুঃসাহস দেখুন, কীভাবে তাঁরা সাহাবীর শানে গোসতাখী করে বসলেন।

মুসলিম ভ্রাতৃগণ! গভীর উদ্বেগের বিষয়, একজন অনন্য মর্যাদার অধিকারী সাহাবী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তদীয় পবিত্র কালামে যাঁর আলোচনা করেছেন তাঁকে কত নিষ্ঠুরভাবে বলা হলো 'আদব-কায়দা থেকে অন্ধ'। খোদার কসম! এঁরাই ওই সব মহামনীষী যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত তথা সান্নিধ্যের পরশপাথরের ছোঁয়ায় অন্তর্জগত শোধন ও আত্মিক শোভাবর্ধনের অপূর্ব নেয়ামতে ধন্য হয়েছেন। বাহ্যিক

দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া কোনো দোষের ব্যাপার নয়। এটা আল্লাহর সৃষ্টি, যাকে তিনি চান অন্ধ করেন আর যাকে চান দৃষ্টিমান করেন। তবে অর্ন্তদৃষ্টিহারা হওয়া নিঃসন্দেহে একটি দোষের ব্যাপার। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার আদাব সম্পর্কে অন্ধ মানে বে-খবর হওয়া নিশ্চয় দোষণীয়। বড় আফসোস, বেরেলভী মুফতি সাহেব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. এর বাহ্যিক দৃষ্টিহারা হওয়াকে আত্মিকদৃষ্টিহারা হওয়া আখ্যা দিয়ে সাহাবাবিদ্বেষের উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়ে নিজের শিয়া মনস্কতার বহিঃপ্রকাশ করলেন।

২১) তৃতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান রা.এর ব্যাপারে বর্বরতার অপবাদ:

মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী হযরত আমীরুল মুমিনীন ওসমান রা. সম্পর্কে লিখেন–

"আযানের ব্যাপারে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করবে না সে যদি যুগের ইমাম হন তা হলে অজ্ঞ, মুর্খ ও হাজারো গালিগালাজের উপযুক্ত। আর যে বাপ-পূঁজা করে সুন্নাতে নববী ও ফিকাহর বক্তব্যসমূহকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে সে অজ্ঞের চেয়ে অজ্ঞ। চাই সে ইমাম হোক বা উপরের কোনো আল্লামা হোক।" (আনওয়ারে রেজা পৃ:১৩; আহমদ রেজা বেরেলভী)

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান গনী রা.-এর উপর কীভাবে সুস্পষ্টভাষায় আহমদ রেজা বেরেলভী অপবাদ দিলো যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের বিরোধিতা করেছেন। আর সেই বিরোধিতায় তাঁর সঙ্গে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামও উপস্থিত ছিলেন।

আহলে ইলমগণ উত্তমরূপে জানেন যে, হযরত উসমান রা. তাঁর খিলাফতকালে জুমার দ্বিতীয় আযান মসজিদের অভ্যন্তরে মিম্বারের সম্মুখে প্রদান করালেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা (সর্বসম্মতি প্রকাশ) হয়েছে, কেউ তাতে 'না' করলো না। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ইসলামের এই সুমহান সুন্নাত চলে আসছে। সর্বপ্রথম আহমদ রেজা বেরেলভীই এই ব্যাপারে বিরোধিতা করলেন আর ফাতওয়া দিলেন যে, জুমার দ্বিতীয় আযানও মসজিদের বাইরে হওয়া চাই। শিয়া নির্ভর এই ফাতওয়া পাঠ করে মাওলানা আবদুল মুকতাদির সাহেব বিদায়ূনী হযরত উসমান রা. এর পক্ষে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং আহমদ রেজা বেরেলভীকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। তখন আহমদ রেজা বেরেলভী মুকতারিদ সাহেব বংশগতসূত্রে ওসমানী হওয়ায় বাপ-পূঁজার অপবাদ আরোপ করে তাকে হেনস্তা করার চেষ্টা করেন।

আহমদ রেজা বেরেলভীর উপরোক্ত কথাটি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করে দেখুন। কীরূপ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তিনি হযরত ওসমান রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধী সাব্যস্ত করলেন। সাহাবাদের উপর অপবাদ ও অভিশাপ দেয়া শিয়াচক্রের বৈশিষ্ট্য। আহমদ রেজা বেরেলভীর উত্তরসূরীরা শিয়াদের আকিদা বিশ্বাস

পোষণ করে তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ও অভিন্নতা প্রকাশ করেছে। তাঁরা একে অপরের ভাই ভাই। লখনৌতে যখন দু'ভাই একত্রিত হলো তখন মাওলানা যফর আলী সাহেব ওই মুহূর্তে তা বলেছিলেন। (কেননা, তিনি 'আহলে দিল' (অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন) মানুষ ছিলেন) তিনি দু'শব্দ এরূপ বলেছিলেন–

شیعہ بریلوی سے گلے مل رہا ہے　　　لکھنو میں دونوں کا قارورہ مل گیا

کندھا دیا جنازۂ ملت کو ایک نے　　　اور ایک جا کے قبر پہ پتھر کی سل گیا

کھوئی گئی ملت بیضا کی آبرو　　　اور سنت مطہرہ کا پایہ ہل گیا

অর্থ: শিয়া বেরেলভী উভয়ই আজ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছে, লক্ষৌতে তারা ঐক্যের মঞ্চে সমবেত হয়েছে। একজন মিল্লাতের জানাযাকে কবরে নিয়ে গেলো, আরেকজন গিয়ে কবরের উপর পাথর চাপা দিলো। পবিত্র ইসলামের মর্যাদা নিঃশেষ হয়ে গেলো, আর দ্বিধাবিভক্তে উম্মাহর ভিত্ নড়বড়ে হয়ে গেলো।

২২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আহমদ রেজা বেরেলভীর জঘন্যতম বেয়াদবি

বেরেলভীদের বিশ্বাস হলো বারাকাত আহমদের জানাযার নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমদ রেজা বেরেলভীর ইকতিদা করেছেন! যেমন দেখুন, আহমদ রেজা বেরেলভী বলেন, "বারাকত আহমদের যখন ইন্তেকাল হলো আর দাফনের প্রাক্কালে তার কবরে অবতরণ করলাম তখন অতিশয়োক্তি ছাড়া বলতে পারি যে, আমি তখন ওই সুরভি অনুভব করি যা প্রথমবার রওযা শরিফের যিয়ারতের সময় পেয়েছিলাম। তার মৃত্যুর দিন মাওলানা মরহুম সৈয়দ আমীর আহমদ সাহেব স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতে ধন্য হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্বপৃষ্ঠে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোথায় তাশরীফ নিচ্ছেন? বললেন, বারাকাত আহমদের জানাযার নামায পড়ার জন্যে। আলহামদুলিল্লাহ, এই জানাযাটি আমিই পড়িয়েছি। (মালফূজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী ২/২৩)

এই কল্পনাপ্রসূত ও ধারণাসর্বস্ব স্বপ্নে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইমামতি করার দাবী করা হলো না? আর এতে কি আহমদ রেজা বেরেলভী কৃতজ্ঞতার বাক্য 'আলহামদুলিল্লাহ'ও বলছেন না? শত আফসোস! আহমদ রেজা বেরেলভী এও চিন্তা করেন নি যে, আমীর আহমদ যখন এই ভ্রান্তস্বপ্ন দেখছিলেন তখন বারাকাত আহমদের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার দাফনকার্যও সমাপ্ত হয়ে গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি এখনও জানাযার নামাযের জন্য যাচ্ছিলেন। তো হতে পারে তা অন্য একটি জানাযা হবে। কতো নির্লজ্জতার শিকার হয়ে আহমদ রেজা বেরেলভী দাবী করে বসলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেছনে ইকতিদা করেছেন, আর তিনি তাঁর ইমাম হয়েছেন! চৌদ্দশো বছরের ইতিহাসে আজ অবধি কোনো মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইমামতির দাবি করে নি। একমাত্র আহমদ রেজা বেরেলভীরই স্পর্ধা যে, তিনিই নাকি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামতি করেছেন! (?) আলিমগণের উত্তমরূপে জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আবূ বকর রা., হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. এর পেছনেই নামায আদায় করেছেন। এ মর্যাদা কেবল সাহাবাদেরই। কেননা, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তারবিয়াতের মহাধনে ধনী হয়ে ওই মাকামে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, কখনো স্বয়ং হুযুরও তাঁদের ইকতিদা করে ফেলেছেন। কিন্তু শত খেদ নিয়ে বলতে হয়, আহমদ রেজা বেরেলভী সাহাবাদের সমমর্যাদার দাবি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন করতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইমামতি করার 'সুখের বাণী' শোনালেন!

২৩) সকল উম্মুল মুমিনীনের শানে আহমদ রেজা বেরেলভীর চরম বেয়াদবি :

আহমদ রেজা বেরেলভী বলেন, "আম্বিয়ায়ে কিরামের কবরে পূণ্যাত্মা নবী-পত্নীদের পেশ করা হয়! আর তাঁরা তাঁদের সঙ্গে রাত যাপন করেন।"

(মালফূজাতে আহমদ রেজা বেরেলভী ৩/২৮)

হে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'র ইজ্জত আবরু রক্ষার্থে অজস্র প্রাণোৎসর্গীরা! কোনো অবলা শিশুও তার মায়ের ব্যাপারে ওই কথা বলতে পারে না যা বলেছেন আহমদ রেজা বেরেলভী সকল উম্মুল মুমিনীনের ব্যাপারে। এসব মায়েদের সঙ্গে একজন মুসলমানের শুধু সম্মানের সম্পর্ক নয় বরং এসব রূহানী মায়েদের সঙ্গে রয়েছে ঈমানেরও বন্ধন। আহমদ রেজা বেরেলভীর এই নির্লজ্জ বেয়াদবি দ্বারা আত্মঘাতী আক্রমণ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহতেরাম ও মর্যাদায়। আহমদ রেজা বেরেলভী তাঁর এই গোস্তাখীতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকিকেও শামিল করেন। এটি জগদ্দল মিথ্যা ও সম্পূর্ণ বানোয়াট। তদুপরি আহলে সুন্নাতের আলিমগণ সে সব ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছেদ পোষণ করে যারা এরূপ আজগুবি কথা বলে। কোনো পুত্রের পক্ষে তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে এরূপ অপমানজনক উক্তি করা আদৌ শোভাকর নয়। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি এমন আজগুবি কথা বলেছেন কি না তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভী স্বীয় বদস্বভাব অনুযায়ী এখানেও মিথ্যাচার করেছেন। কেননা, তিনি তাঁর এই দাবির কোনো প্রমাণ পেশ করেন

নি। কোনো মুসলমান রাওযা শরীফের ব্যাপারে এমন কুরুচিপূর্ণ ধারণা করতে পারে না। তবে শিয়ারা তা করতে পারে। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি যদি এরূপ অশিষ্ট ও অশ্লীল কথা কোথাও বলে থাকে তাহলে সকল বেরেলভীর দায়িত্ব থাকবে যেন তা প্রমাণসহ পেশ করে। অন্যথায় আমরা বলতে বাধ্য হব যে, এটা একমাত্র ছদ্মবেশে শিয়া মাযহাবের প্রচারণা ও দালালি। কেননা, শিয়ারাই উম্মুল মুমিনীনদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে পরোয়া করে না। তাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপক্ষে এবং হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রা.'র শানে ধৃষ্টতাপ্রদর্শনকারী। এই বিশ্বাসটি আসলে শিয়াদের ছিলো যে, বিদূষী নবী-পত্নীদেরকে রাওযায়ে পাকে উপস্থাপন করা হয়, আর তিনি তাদের সঙ্গে রাত যাপন করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

শিয়াদের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল কুলাইনি স্বীয় গ্রন্থ 'উসূলুল কাফী'তে নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি অধ্যায় লিখেছেন–

باب النهي عن الإشراف علي قبر النبي صلي الله عليه وسلم

অর্থ: "এই অধ্যায় রাসূলুল্লাহ –সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এর কবরের উপর আরোহন করা প্রসঙ্গে।"

আল্লামা কুলাইনি রহ. জাফর ইবনে মুসান্না আল খতীব থেকে বর্ণনা করেন–
"আমি ওই সময় মদীনাতে ছিলাম যখন মসজিদের ছাদের ওই অংশ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরে পতিত হয়েছিলো। কর্মচারীরা কাজ করার উদ্দেশে কবরের উপর উঠানামা করতো। আমি সঙ্গীদের (শিয়াদের) জিজ্ঞাসা করলাম, অদ্য রাত তোমাদের কেউ কি ইমাম জাফর সাদেকের কাছে গমন করবে? তখন মেহরান ইবনে আবূ নসর ও ইসমাঈল ইবনে আম্মার সাইরাফী বললেন, হ্যাঁ। আমরা তাদেরকে ইমাম থেকে জিজ্ঞেস করতে বললাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরে আরোহন করা জায়েয আছে কি? অতঃপর তিনি উত্তরে বললেন,

ما أحب لأحد ان يعلو فوقه ولا آمنه ان يري شيئا يذهب منه بصره او يراه قائما يصلي او يراه مع بعض أزواجه

(অর্থ:) আমি তাদের কেউ কবরে আরোহন করুক তা পসন্দ করি না। আর আমি নির্ভয় নই যে, কেউ এমন কিছু অবলোকন করবে যদ্বারা তার চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, বা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযরত দেখতে পাবে, বা সে তাঁকে কোনো সহধর্মিনীর সঙ্গে ব্যস্ত থাকতে দেখতে পাবে।" (উসূলুল কাফী ১/৪৫২; মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল কুলাইনি)

এই আকিদা কখনো হযরত জাফর সাদেক রহ. এর নয়। শিয়ারা তাদের এই আকিদাটা অহেতুকভাবে তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছে। কেননা, জাফর ইবনে মুছন্না তাঁর আমলে জন্মই নেয় নি। তছাড়া অস্বীকার যোগ্য নয় যে, এটি শিয়াদের বিশ্বাস যা ইমাম

আহমদ রেজা নিজের আকীদা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর মিথ্যাচারীর আশ্রয় নিয়ে তা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকির ঘাড়ে চেপে দিয়েছে। পাঠক, এতেও আপনি সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে পারবেন যে, উম্মুল মুমিনীনের ব্যাপারে যে আকিদা ও বিশ্বাস শিয়াচক্র পোষণ করে ঠিক সেই আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করে আহমদ রেজা বেরেলভীসহ পুরো বেরেলভী গোষ্ঠী। এতেও বেরেলভীদের স্বরূপ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হলো। আর সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে বেরেলভীদের বিদ্বেষও ফুটে ওঠে।

বেরেলভীদের হযরত নূহ আ.-এর শানে বেয়াদবি

২৪) সাইয়েদুনা হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় নবী ও রাসূল। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর যাবত তিনি আল্লাহর পায়গামের তাবলীগ করেছেন। তিনি কখনো কাফের ছিলেন না, কাফিরদের মুবাল্লিগ (প্রচারক) ছিলেন না এবং কুফর-শিরিকের প্রচার প্রসার কখনো করেন নি। আম্বিয়াগণ জন্মগতভাবে অলৌকিক কায়দায় কুফর-শিরক হতে পবিত্র থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেরেলভীদের হাকিমুল উম্মত ও আহমদ রেজা বেরেলভীর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা আহমদ ইয়ার গুজরাটি হযরত নূহ আ. এর মহৎ শানে গোসতাখী করে কালিমালেপন করেন–

"যেহেতু নূহ আ. সর্বপ্রথম কাফিরদের মুবাল্লিগ (প্রচারক ছিলেন)।"

(নূরুল ইরফান পৃ:৮৬৩)

আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্রতা রক্ষাকারীরা উঠো, বেরেলভীদের লাগামটা একটু টেনে ধরো! কীভাবে হযরত নূহ আ. এর শানদার মর্যাদায় ধৃষ্টতাপ্রদর্শন করা হচ্ছে। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে আছে যে, কোনো নবী বা রাসূল চোখের পলক নড়ার পরিমাণ সময়েও কখনো কুফর বা শিরক করে নি, নবুওয়াতের পূর্বেও নবুওয়াতের পরেও। কুফর-শিরক থেকে সেই পবিত্রাত্মা মনীষীগণ সর্বদা পবিত্র ছিলেন। তো তিনি কাফেরদের প্রচারক কীভাবে হতে পারেন?

বেরেলভীদের হযরত ইবরাহীম আ. এর শানে বেয়াদবি

২৫) মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা আহমদ ইয়ার গুজরাটি সাইয়েদুনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর শানে বেয়াদবি করে লিখেন–

"কোনো কোনো মুশরিক তাঁকে 'কৃষ্ণ' বলে সম্মান জানায়। আমাকে এক হিন্দু সাধু বলেছে, যাঁকে তোমরা ইবরাহীম বলো আমরা তাঁকে কৃষ্ণজী বলে থাকি আর ইসমাঈল আ.কে বলি অর্জুন।"

(নূরুল ইরফান পৃ:৪৯২)

শত আফসোসের বিষয়, মাওলানা আহমদ ইয়ার গুজরাটি ওই হিন্দু সাধুর কথা নাকচ করে দেওয়ার স্থলে পণ্ডিতজীর 'অপলাপ' কথা মুসলমানদের নিকট পেশ করেছেন। তদ্রূপ আরেক জায়গায় কোরআনের টীকা লিখতে গিয়ে লিখেছেন–

"ভারতের পৌত্তলিকরা তাঁকে কৃষ্ণ বলে প্রশংসা করে। আরবের পৌত্তলিকরাও নিজেদেরকে 'ইবরাহিমী' বলতো।" (নূরুল ইরফান পৃ:৫৯০)

বেরেলভীদের হযরত আদম আ. এর শানে বেয়াদবি

২৬) আহমদ রেজা বেরেলভীর বিশেষ খলিফা মাওলানা আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আহমদ আল ওয়ারা লিখেন–

"ওই আদম যিনি বেহেশতসাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, ওই আদম যিনি সম্মানের শীর্ষ চূড়ায় আরোহী ছিলেন তিনি আজ অপমানের তীরে বিদ্ধ।" (আওরাকে গম পৃ:২)

আফসোস, আজ পর্যন্ত বেরেলভী ভাইয়েরা বলতে পারলো না যে, সেই তীরন্দায লোকটি কে ছিলো যার শিকার হযরত আদম আ. কে বলা হচ্ছে ? আর সেই পরিণতিতে যিল্লতি ও অপমানের যে সব বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে তা আজ পর্যন্ত কি কোনো মুসলমান হযরত আদম আ. এর শানে ব্যবহার করেছে? বেরেলভী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন, আম্বিয়ায়ে কিরামদের কলঙ্ককরণের অপচেষ্টা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

আসল কথা হলো, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সাহাবায়ে কিরামদের অবজ্ঞা, কুৎসা ও দোষারোপ করা বেরেলভীদের ঈমানের অঙ্গ।

বেরেলভীদের হযরত ফাতেমাতুজ্জাহরা রা. এর শানে বেয়াদবি

২৭) মহিলাদের বিভিন্ন স্তর থাকে। মহিলারা কখনো মা হন, কখনো হন বোন, কখনো স্ত্রী, আর কখনো কন্যা ইত্যাদি। তবে 'নারী' শব্দটি সকলের জন্যে সমানভাবে ব্যবহার হয়। তা সত্ত্বেও এ কথাটি সত্য যে, এই ব্যবহারেও সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করলে পার্থক্য বুঝা যাবে।

মানুষ যে দৃষ্টিতে স্ত্রীকে দেখে সে দৃষ্টিতে কন্যাকে দেখে না। কোনো সুবোধচেতা ও ভদ্র লোক তাঁর স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্যের চিত্রকল্পনা তাঁর কন্যার মাঝে খোঁজে না। হযরত আদম আ. এর দৃষ্টিতে হযরত হাওয়া আ. অতি সুন্দর বিবেচিত হয়েছে। আর এটাই নির্জলা সত্য যে, পুরুষকে তার কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য খুঁজতে হয় তার স্ত্রীর কাছে।

এখন আহমদ রেজা বেরেলভীর বিশেষ খলিফা আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আহমদ আলওয়ারার এই ধৃষ্টতার উপর দৃষ্টি দেওয়া যাক–

"আল্লাহ তা'আলা যখন আদম ও হাওয়া কে বেহেশতে স্থান দিলেন, সেদিন ফেরদাউসে আ'লার বাগানে বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ করার প্রাক্কালে (হযরত আদম আ.) হযরত

হাওয়া আ. কে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ তোমার চেয়ে সুন্দরতম ও সৎ দ্বিতীয় সৃষ্টি করেন নি। তখন আল্লাহ তাআলা রুহুল আমীন (হযরত জিবরীল আ.) কে নির্দেশ দিলেন, যখন আদম ও হাওয়া ফিরদাউসের আমোদ-প্রমোদ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কলিজার টুকরা সাইয়েদা ফাতেমার সাক্ষাত করিয়ে দিও।" (আওরাক্বে গম পৃ:১৪৩)

পেট পূঁজারী বেরেলভী মোল্লা এই গোসতাখীর জবাবে বলেন "হযরত আদম হযরত হাওয়ার চেহারায় মেয়েলি-সৌন্দর্য দেখতে ছিলেন না, বরং সাধারণ সৌন্দর্যের প্রশংসা করছিলেন।" এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। যদি সাধারণ সৌন্দর্য উদ্দেশ্য হতো তা হলে রুহুল আমীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূরত ও অবয়ব দেখাতেন। কেননা, তাঁর চেয়ে সুন্দর ও রূপবান আর দ্বিতীয় কোনো কল্পনাই করা যায় না। হযরত আদম আ. এর ওই দৃষ্টি যদি মেয়েলি সৌন্দর্যের দিকে না হতো তা হলে আহমদ রেজা বেরেলভীর এই বিশিষ্ট খলিফা হযরত ফাতেমা রা. এর সূরত ও অবয়ব পেশ করতেন না।

আহ! সেই সতী-সাধ্বী, নবীর কলিজার টুকরো, মহীয়সী কন্যা যাঁর লজ্জার এই অবস্থা ছিলো যে, মৃত্যুমুহূর্তে অসিয়ত করলেন, আমার জানাযা রাত্রের অন্ধকারে বের করবে যাতে কারো দৃষ্টি আমার জানাযার দিকেও না পড়ে, তাঁর রূপের এমন প্রকাশ ও খোলামেলা আলোচনা করার বেলায় বেরেলভীদের আল্লাহভীতি সামান্যটুকু নিষেধ করলো না!

সন্তান ভদ্র ও মার্জিত হলে আপন মা-বাবার আলোচনা করতে গিয়ে লাজ-শরমের বাচ-বিচার করে, সীমানা অতিক্রম করে না। তাছাড়া ওইসব মায়ের ব্যাপারে যাঁদের উপর কোটি কোটি মা উৎসর্গ করা যায় আর সেই রূহানী পিতার ব্যাপারে যাঁর উপর লক্ষ-কোটি জন্মদাতা পিতা উৎসর্গ করা যায় এরূপ ঘৃণাত্মক ও লজ্জাজনক কল্পনা ও ধারণা করা আবার তা আকিদা ও বিশ্বাস হিসেবে আলোচনা করা নির্লজ্জতার শেষ ঠিকানা এবং দুর্ভাগ্যের কালো পথ যেখানে রয়েছে বেরেলভীদের সদম্ভ পদচারণা!

বেরেলভীদের বিশ্বাস আহমদ, রেজা বেরেলভী নিষ্পাপ!

২৮) মাওলানা আবদুল হাকিম কাদেরী লিখেন–

আ'লা হযরতের কলম ও মুখ যে কোনো ধরণের ভুল-ত্রুটিমুক্ত ছিলো। যে কোনো আলেমের কোনো না কোনো ভুল হয়ে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আ'লা হযরতের বিন্দু পরিমাণও ভুল হয় নি।" (ইয়াদে আ'লা হযরত পৃ:৩২)

আরেক বেরেলভী লিখেন–

"বাল্যকাল থেকে আ'লা হযরত ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র ছিলেন। সিরাতে মুসতাকিম-এর অনুসরণ যেনো তাঁর মাঝে পুঞ্জিভুত ছিলো।" (আনওয়ারে রেজা পৃ:২২৩)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) -এর পবিত্র সত্তা যে কোনো পঙ্কিল ও ভুল-ত্রুটিমুক্ত। আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতিত আর কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তবে শিয়াদের অবশ্যই এই আকিদা যে, শিয়াচক্রের ঈমামগণ যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র, নিষ্পাপ।

বেরেলভীদের এই আকিদা কোরআন-হাদিস এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব পরিপন্থি। তবে এদের এই আকিদা ঠিক শিয়াদেরই আকিদা ও বিশ্বাস। এর দ্বারাও বেরেলভী সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট দেখা যায় শিয়া-দর্পনে।
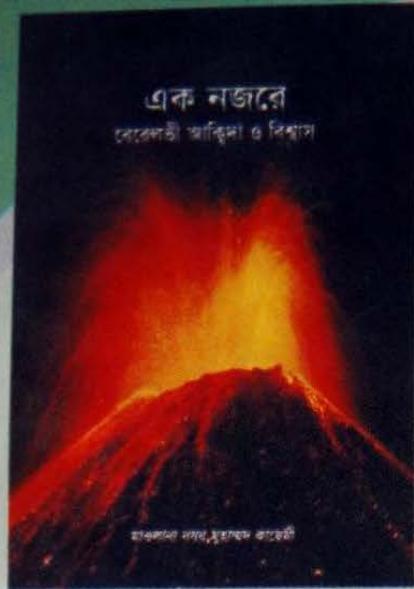
এই উনত্রিশটি দলিল উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো যাতে মাওলানা আহমদ রেজা বেরেলভীর বাস্তবতা এবং তাঁর আপত্তিকর বিষয়াদি সামনে এসে যায়। না হলে তাঁদের কিতাবাদি শিয়া আকিদায় ভরপুর। বিজ্ঞজনদের জন্য এই কয়েকটি দলিল একটি পর্বতসম, যার উপর আরোহন করে আহমদ রেজা বেরেলভীর ঘৃণ্য চেহারা বিলকুল স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠবে এবং বিবেকবানদের ভেবে দেখার ও বোঝার প্রেরণা যোগাবে।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, আল্লাহ তা'আলা যেন পুরো মুসলিম উম্মাহকে এরূপ গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট লোকদের থেকে হেফাজতে রাখেন এবং সিরাতুল মুসতাকীমে চলার তাওফীক দান করেন।

আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন ॥

–নযরে মুহাম্মদ কাসেমী

বেরেলভী আকীদা ও মতবাদ
সম্পর্কে আরো জানতে
পড়ুন একই প্রকাশকের প্রকাশিত
এবং বর্তমান লেখকের বই

এক নজরে
বেরেলভী আকীদা ও বিশ্বাস

একটি আন্তরিক আবেদন

মুসলমান ভাইদের প্রতি আমাদের আবেগ ও দরদ ভরা আবেদন, আপনারা যেন বইটি শান্ত মেজাজে গভীর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে পাঠ করেন এবং ব্যক্তিপ্রীতি, পক্ষপাত ও হঠকারিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিস্কার বিবেক দিয়ে দ্বীনদারী, আমানতদারী ও সত্যানুসন্ধানের আলোকময় পথে পা বাড়ান। একমাত্র মহান আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিশালী বিশ্বাস করে এ বিষয়ে যেন আপনারা সত্য ও ন্যায়ের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এইভাবে বইখানা পাঠ করলে সত্য আপনাদের সামনে প্রোজ্জল হয়ে ধরা দেবে।

প্রিয় পাঠক!

মাও. আহমদ রেযাখান বেরেলভীর ৪০টি মারাত্মক কুফরি মতবাদের খন্ডন নিয়ে আমাদের আর একটি বই এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। "এক নজরে বেরেলভী আক্বিদা ও বিশ্বাস" নামে বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।